

Vidyasagar University

Midnapore-721102



The SYLLABUS for
POST GRADUATE Courses
in

Bengali

Under Choice Based Credit System (CBCS)
(Semester Programme)

[w.e.f. 2018-19 session]

Department of Bengali

Programme Outcome

- ❖ The course prepares students for teaching and for Creative Bengali Writing.
- ❖ The course serves as a basis for further higher studies and research in this field.
- ❖ Students will demonstrate proficiency in literary history, literary theory.
- ❖ Students will demonstrate critical and analytical skills in the interpretation and evaluation of literary texts.
- ❖ Students will demonstrate a command of written academic Bengali.
- ❖ Students will demonstrate mastery to write under time constraints.
- ❖ Students will acquire a good knowledge on the nature of language and of the place of language study on society.
- ❖ The students will acquire general linguistic theory and fundamental understanding of core areas of language analysis including phonology, morphology, syntax and pragmatics.

COURSE STRUCTURE OF M.A IN BNGALI

SEMESTER	COURSE NO.	COURSE TITLES	Full Marks	Credit
I	BNG 101	BHASAR ITIHAS O PARICHAY	50	6
	BNG 102	MADHYAJUGER SAHITYA DHARA	50	6
	BNG 103	PRACHIN O ADI MADHYAYUGER SAHITYA PATH	50	6
	BNG 104	ANTAMADHYAYUGER SAHITYA PATH	50	6
	BNG 105	UNISH-BISH SHATAKER GADYASAHITYER ITIHAS O GADYASAHITYA PATH	50	6
	TOTAL		250	30
II	BNG 201	SADHARAN BHASHA BIJYAN	50	6
	BNG 202	UNISH-BISH SHATAKER KABYA-KABITA PATH	50	6
	BNG 203	RABINDRA SAHITYA PATH	50	6
	C-BNG 204	BANGLA BHASATATTWA O SAHITYER PATH (CBCS)	50	4
	BNG 205	SEMINAR O GABESANADHARMI PRAKALPA RACHANA	50	6
	TOTAL		250	28
III	BNG 301	UNISH O BISH SHATAKER UPANYASER ITIHAS O PATH	50	6
	BNG 302	UNISH O BISH SHATAKER CHOTOGALPER ITIHAS O PATH	50	6
	BNG 303	BANGLA NATAK O PRAHASAN : UNISH O BISH SHATAK	50	6
	C-BNG 304	PRACHYA SAHITYATATTWA O BANGLA SAHITYER BIBIDHA PATH (CBCS)	50	4
	SPECIAL PAPER (KSHETRIYA SAMIKHSA O PRAKALPAPATRA UPASTHAPAN) (any one corresponding to theory PAPER BNG 303)			
	BNG 305	BNG 305A BHASHA SAMIKSHA	50	6
		BNG 305B MADHYAYUGER PUNTHICHARCHA O KSHETRA-SAMIKSHA		
		BNG 305C RABINDRA JIBAN O SAHITYA BISHAYAK PRAKALPA		
		BNG 305D PRAYOGIK NATYA PRAKALPA		
		BNG 305E LOKA-UPADAN SANGRAHA O SAMIKSHA		
		BNG 305F KATHASAHITYA BISHYAK PRAKALPA		
		BNG 305G SAHITYATATTWA BISHYAK PRAKALPA		
		BNG 305H BANGLA O PRATIBESHI SAHITYA BISHYAK PRAKALPA		
	TOTAL		250	28
IV	BNG 401	BANGLA SAHITYER RUPANTAR, PATHANTAR, ANUBAD SAHITYA PRERONA	50	6
	BNG 402	PRACHYA SAHITYATATTWA	50	6
	BNG 403	PASCHATYA SAHITYATATTWA	50	6
	BNG 404	BOHIRBANGIYA BANGLA SAHITYACHARCHA O BHASHA ANDOLON	50	6
	SPECIAL PAPER (Theory) (any one)			
	BNG 405	BNG 405A BHASHA BIJYAN O BHASHA TATTWA	50	6
		BNG 405B MADHYAJUGER SAHITYA PATH		
		BNG 405C RABINDRA SAHITYA PATH		
		BNG 405D NATYASAHITYA PATH		
		BNG 405E LOKASAHITYA-SANSKRITI TATTWA O PATH		
		BNG 405F KATHASAHITYA PATH		
		BNG 405G SAHITYATATTWA O TATTWABID		
		BNG 405H BANGLA O PRATIBESHI SAHITYA PATH		
	TOTAL		250	30
	ALL TOTAL		1000	116

Full Marks, 50 = END SEMESTER EXAMINATION (40) + INTERNAL ASSESSMENT (10)

BNG 205 & BNG 305 = PROJECT PAPER (40) + SEMINAR (10) & PROJECT PAPER (40) + VIVA-VOCE (10)

** See next page

****** In case choice of the Special Paper, student shall be choiced anyone of the paper according to the series of BNG-305 and again the student shall be maintained same series on BNG-405 regarding choice of the Special Paper at BNG-405 series. (As for example, if he/she choice BNG-305A at BNG-305 series, then he/she should be choice BNG-405A at BNG-405 series).

স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যক্রম ২০১৮

BNG-101 ভাষার ইতিহাস ও পরিচয়

Credit:-6

Marks-50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ ভাষার উৎস, বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

- | | |
|--|----|
| ১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পরিচয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সমূহ | ১০ |
| ২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সমূহ | ১০ |
| ৩. নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্ণীকরণ, মাগধী প্রাকৃত উদ্ভূত ভাষা সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | ১০ |
| ৪. লিপির উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলা লিপি | ১০ |

BNG-102 মধ্যযুগের সাহিত্যধারা

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

- | | |
|--|----|
| ১. বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ধর্মদর্শন (শাক্ত, সূফী, বাউল) | ১০ |
| মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য ধারার পরিচয় | ১৫ |
| ২. অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য | |
| ৩. নাথ সাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, কবিগান। | ১৫ |

BNG-103
প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের সাহিত্যপাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

সাধারণ পরিচয়:

১. বাংলার সৃজ্যমান প্রকীর্ণ শ্লোক (নির্বাচিত) : ১৫

সাধারণ পরিচয় : জয়দেব (গীতগোবিন্দ), প্রাকৃতপৈঙ্গল, সুভাষিত রত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যাসপ্তশতী, গাথাসপ্তশতী।

পাঠ্যশ্লোক :

প্রাকৃত পৈঙ্গল :

১. ওগ্নর ভত্তা রম্বকপত্তা
২. সোমহ কন্তা/দূর দিগন্তা
৩. তরুণ তরণি তবই ধরণি
৪. অরে রে বাহিহি কাহ্ন
৫. গজ্জই মেহ কি অম্বর

গীতগোবিন্দ :

১. ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমলমলয় সমীরে
২. বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
৩. পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে

সরহের দোহাকোষ :

১. ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই

২. চর্যাপদ : পাঠ্যপদ -

১৫

কা আ তরুবর - লুইপাদ

উঁচা উঁচা পাবত – শবরপাদ
ভবণই গহণ – চাটিল্পপাদ
কাহেরে ঘেণি- ভুসুকুপাদ
নগর বাহিরে – কাহুপাদ
টালত মোর ঘর – ঢেণনপাদ
সোনে ভরিতী করুণা নাবী – কামলিপাদ
দুলি দুহি পিটা – কুকুরীপাদ

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : (দানখন্ড, বংশীখন্ড, রাধাবিরহ)

১০

BNG-104

অন্তমধ্যযুগের সাহিত্যপাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ অন্তমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

১. বৈষ্ণব পদাবলী – পাঠ্যপদ –

১০

বিদ্যাপতি – সখি হে আমারি দুখের নাহি ওর
পিয়া যব আওব
তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
চন্ডীদাস – বন্ধু সকলই আমার দোষ
সই কেমনে ধরিব হিয়া
জ্ঞানদাস – রূপ লাগি আঁখি বুঝে
মনের মরম কথা তোমারে कहিয়ে হেথা
গোবিন্দদাস – মন্দির বাহির কঠিন কপাট
নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে

২. চৈতন্যচরিতামৃত – (আদি – ৪র্থ, মধ্য – ৮ম)

১৫

৩. শিবায়ন – রামেশ্বর ভট্টাচার্য

১৫

BNG-105

উনিশ-বিশ শতকের গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস ও গদ্যসাহিত্য পাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ উনিশ-বিশ শতকের বাংলার সমাজ ও গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

১. উনিশ-বিশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা – ১০
ফোর্ট উইলিয়াম, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর।
২. প্রবন্ধ পাঠ – ১০
বাঙ্গালার ইতিহাস – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মোপাসাঁ চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ – মুজতবা আলী
শিক্ষা ও সংস্কৃতি – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩. কমলাকান্তের দপ্তর – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০
(একা কে গায় ঐ, মনুষ্যফল, আমার মন, বড়বাজার, আমার দুর্গোৎসব,
একটি গীত, বিড়াল)
৪. শকুন্তলা - বিদ্যাসাগর ১০

BNG-201

সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ ভাষার বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

১. ধ্বনিতত্ত্ব: (ফোন, ফোনিম, অ্যালোফোন ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা, অবিভাজ্য ধ্বনি, ধ্বনির অবস্থান, ধ্বনির স্ব-লক্ষণ, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা) ১০
২. রূপতত্ত্ব : (মর্ফ, মর্ফিম, অ্যালোমর্ফ ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা, বাংলা ভাষার রূপ-বৈচিত্র্যের আলোচনা) ১০
৩. অস্বয়তত্ত্ব : (বাক্য, বাক্যখন্ড, বাংলা বাক্যের গঠন বৈশিষ্ট্য, রূপান্তরমূলক সঞ্জননী তত্ত্ব) ১০

৪. সমাজ ভাষাবিজ্ঞান : (সমাজ ভাষা, সমাজ-উপভাষার সাধারণ আলোচনা, রেজিস্টার, ডাইগ্লোসিয়া, ধর্ম-বয়স-পেশা-লিঙ্গ অনুসারে ভাষা-প্রভেদ, ভাষা-পরিবর্তন ও ভাষা-সংযোগ ও তজ্জনিত ফলাফল, ভাষা পরিকল্পনা)

১০

BNG-202

উনিশ-বিশ শতকের কাব্য-কবিতা পাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ উনিশ-বিশ শতকের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

- | | |
|--|----|
| ১. মেঘনাদবধ কাব্য (প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও নবম সর্গ) - মাইকেল মধুসূদন দত্ত | ১৫ |
| ২. বনলতা সেন - জীবনানন্দ দাশ | ১০ |
| ৩. ক) উটপাখি - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | ১৫ |
| খ) সংগতি - অমিয় চক্রবর্তী | |
| গ) ফুল ফুটুক না ফুটুক - সুভাষ মুখোপাধ্যায় | |
| ঘ) স্বর্ণভস্ম - দিনেশ দাস | |
| ঙ) বাবরের প্রার্থনা - শঙ্খ ঘোষ | |
| চ) যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো - শক্তি চট্টোপাধ্যায় | |
| ছ) জননী যন্ত্রণা - মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় | |

BNG-203

রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

- | | |
|-----------------------|----|
| ১. শ্যামলী | ১০ |
| ২. রক্তকরবী | ১০ |
| ৩. চতুরঙ্গ | ১০ |
| ৪. রবীন্দ্র ছোটগল্প : | ১০ |

পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষণ, একরাত্রি, ল্যাবরেটরি

CBCS
C- BNG-204
বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের পাঠ

Credit:-5

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ অন্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

৪ টি প্রশ্ন প্রতিটি ১০ নম্বরের $8 \times 10 = 80$

১. ভাষাতত্ত্ব : ১০

মূলধ্বনি (Phoneme) বিষয়ক আলোচনা
রূপমূল (Morpheme) বিষয়ক আলোচনা
বাংলা রূপতত্ত্ব : (নাম বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি)

২. চর্যাপদ :

১০

ক. সাধারণ পরিচয় ও তত্ত্বদর্শন

খ. পদ ৪টি — কা আ তরুবর.....

উঁচা উঁচা পাবত.....

টালত মোর ঘর.....

কাহারে ঘেগি.....

৩. মধ্যযুগ :

১০

ক. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

খ. পদ ৪টি — চির চন্দন উরে - বিদ্যাপতি

বন্ধু সকলি আমার দোষ - চণ্ডীদাস

রূপ লাগি আঁখি বুঝে - জ্ঞানদাস

কুলবতী কঠিন কপাট - গোবিন্দদাস

৪. নাম/প্রহসন :

১০

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ - মাইকেল মধুসূদন দত্ত

BNG-205
সেমিনার ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা বিষয়ে উৎসাহ দান এবং সৃজনশীল রচনায় আগ্রহ সৃষ্টি।

Syllabus

সেমিনার

১০

গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

৪০

Abstract: 5, Introduction: 5, Background Development: 5, Objective: 5,
Discussion: 10, Conclusion: 5, References: 5

BNG-301

উনিশ ও বিশ শতকের উপন্যাসের ইতিহাস ও পাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

ক. উনিশ বিশ শতকের উপন্যাসের ধারা (নির্বাচিত লেখক)

১০

স্বর্ণকুমারী দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী,
মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

খ. উপন্যাস

১) কৃষ্ণকান্তের উইল - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০

২) পথের পাঁচালী - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০

৩) প্রথম প্রতিশ্রুতি - আশাপূর্ণা দেবী ১০

BNG-302

উনিশ ও বিশ শতকের ছোটগল্পের ইতিহাস ও পাঠ

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা, ভারতীয় ও বিদেশি ছোটগল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

ক. উনিশ ও বিশ শতকের ছোটগল্পের ধারা (নির্বাচিত লেখক) ১০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, পরশুরাম, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, হাসান আজিজুল হক।

খ. ছোটগল্প : ১৫

চিকিৎসা সংকট - পরশুরাম

ডাইনি - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সরীসৃপ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়তো - প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুধনী - বনফুল

বনজ্যোৎস্না - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শানাবাউরির কথকতা - সমরেশ বসু

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ - সুবোধ ঘোষ

জননী - বিমল কর

গ. অনূদিত ছোটগল্প : ১৫

মোপাসাঁ - নেকলেস

ও হেনরি - গিফট অফ দ্য মেজাই (মেজাই-এর উপহার)

চেখভ - ডেথ অফ এ ক্লার্ক (কেরাণীর মৃত্যু)

প্রেমচন্দ - সদগতি (হিন্দি)

কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী - বিজয় উৎসব (ওড়িয়া)

মহিম বরা - মাছ ও মানুষ (অসমীয়া)

ইউ. আর. অনন্তমূর্তি - ঘটশ্রাদ্ধ

কৃষ্ণ চন্দর - পেশোয়ার এক্সপ্রেস

BNG-303
বাংলা নাটক ও প্রহসন : উনিশ ও বিশ শতক

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা নাটক ও প্রহসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস : সাধারণ পাঠ ১০
(নির্বাচিত নাট্যকার - রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মন্মথ রায়, মনোজ মিত্র।)
২. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ - মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১০
৩. জনা - গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০
৪. নবান্ন - বিজন ভট্টাচার্য ১০

CBCS
C- BNG-304
প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের বিবিধ পাঠ

Credit:-5

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ অন্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের বিবিধ পাঠ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

৪ টি প্রশ্ন প্রতিটি ১০ নম্বরের $8 \times 10 = 80$

- | | |
|--|----|
| ১. প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব - | ১০ |
| ধ্বনিবাদ, বক্রোক্তিবাদ, ঔচিত্যবাদ | |
| ২. উপন্যাস - | ১০ |
| আরণ্যক - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| ৩. প্রবন্ধ - | ১০ |
| বিদ্যাপতি ও জয়দেব - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | |
| স্পোর্টসের বিরুদ্ধে - বুদ্ধদেব বসু | |
| ইন্টারভিউ - সৈয়দ মুজতবা আলি | |
| রোমা রোঁলা - অনন্যদাশঙ্কর রায় | |
| ৪. গল্প ও কবিতা - | ১০ |
| গল্প - পোস্টমাস্টার, অভাগীর স্বর্গ, লম্বকর্ণ | |
| কবিতা - নিরুদ্দেশ যাত্রা, গীতাঞ্জলি [যাবার আগে শেষ কথাটি (১৪২ সংখ্যক)] | |
| নিমন্ত্রণ, ক্যামেলিয়া - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |
| বৃষ্টি - অমিয় চক্রবর্তী | |
| বোধ - জীবনানন্দ দাশ | |

বিশেষ পত্র
বিশেষপত্রের প্রকল্পপত্র উপস্থাপন

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ BNG-305A—BNG-305H পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে উন্নত ও আধুনিক জ্ঞান অর্জন এবং প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

বিশেষ পত্র- ১

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG-305A

ভাষা সমীক্ষা

(ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা ও প্রকল্পপত্র উপস্থাপন)

- | | |
|---|----|
| ১. প্রকল্পপত্র (রাঢ় অঞ্চলের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান নির্ভর প্রতিবেদন) | ৪০ |
| ২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা | ১০ |

বিশেষ পত্র- ২

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG-305B

মধ্যযুগের পুঁথিচর্চা ও ক্ষেত্র সমীক্ষা

(ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা ও প্রকল্পপত্র উপস্থাপন)

- | | |
|---|----|
| ১. প্রকল্পপত্র [শতাধিক বছরের পুরানো সাহিত্য ও ভাষা-উপাদান সংগ্রহাভিযান (পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, প্রাচীন স্থাপত্য গাত্রে লিখন-লিপি উদ্ধার) ও প্রতিবেদন রচনা] | ৪০ |
| ২. পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুঁথি পাঠ ও সম্পাদনা সম্পর্কে শিক্ষা ও পুঁথি পাঠ (প্রায়োগিক পরীক্ষা হবে) | ১০ |

বিশেষ পত্র- ৩

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG-305C

রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকল্প

১. প্রকল্পপত্র রচনা ৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০

বিশেষ পত্র- ৪

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG-305D

প্রায়োগিক নাট্য প্রকল্প

১. প্রকল্পপত্র রচনা ৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০

বিশেষ পত্র- ৫

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG- 305E

লোক-উপাদান সংগ্রহ ও সমীক্ষা

(ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা ও প্রকল্পপত্র উপস্থাপন)

১. প্রকল্পপত্র রচনা (রাঢ় অঞ্চলের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান এবং লোক উপাদান সংগ্রহ নির্ভর প্রতিবেদন রচনা) ৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০

বিশেষ পত্র- ৬

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG- 305F

কথাসাহিত্য বিষয়ক প্রকল্প

১. প্রকল্পপত্র রচনা ৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০

বিশেষ পত্র- ৭

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG-305G

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রকল্প

১. প্রকল্পপত্র রচনা

৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা

১০

বিশেষ পত্র- ৮

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG- 305H

বাংলা ও প্রতিবেশী সাহিত্য বিষয়ক প্রকল্প

১. প্রকল্পপত্র রচনা

৪০

২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষা

১০

BNG- 401

বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর, পাঠান্তর, অনুবাদ সাহিত্য প্রেরণা

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, পাঠান্তর ও রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

- | | |
|---|----|
| ১. রজনী - বঙ্কিমচন্দ্র (পাঠান্তর) | ১৫ |
| ২. মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব | ১০ |
| ৩. মেঘদূত (পূর্বমেঘ) (রাজশেখর বসুর অনুবাদ) | ১৫ |

BNG- 402

প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

- ❖ প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্র ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

- | | |
|---|----|
| ১. প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব – অলংকার, রীতি, বক্তব্য, উচিত্যবাদ, ধ্বনি ও রস | ১৫ |
| ২. সাহিত্যদর্পণ : (তৃতীয় পরিচ্ছেদ স্থায়ী ভাবের লক্ষণ— রতির্হাসচ..... ইত্যাদি থেকে পরবর্তী অংশ এবং অষ্টম পরিচ্ছেদ) | ১৫ |
| ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ :
আধুনিক সাহিত্য, চিত্র ও সঙ্গীত, সাহিত্যের বিচার, সাহিত্যের তাৎপর্য, ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থের ‘কাব্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধ | ১০ |

BNG-403
পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব, অ্যারিস্টটল ও হোরেসের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

Syllabus

- | | |
|---|----|
| ১. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার পদ্ধতি - রোমান্টিক মুভমেন্ট, হিস্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম, সাব-অল্টার্ন কনসেপ্ট, ফেমিনিজম, সাইকোঅ্যানালাইসিস, পোস্ট স্ট্রাকচারলিজম, (উত্তর সংগঠনবাদ), কম্পারেটিভ ক্রিটিসিজম | ১৫ |
| ২. পোয়েটিকস - অ্যারিস্টটল | ১৫ |
| ৩. অন দ্য আর্থ অফ পোয়েট্রি - হোরেস | ১০ |

BNG-404
বহির্বঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যচর্চা ও ভাষা আন্দোলন

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

Course Outcome

❖ বহির্বঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যচর্চা ও বিভিন্ন ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি।

Syllabus

- | | |
|---|----|
| ১. বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাংলা সাহিত্য চর্চা | ১৫ |
| ২. আসাম ও ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য চর্চা | ১৫ |
| ৩. বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন | ১০ |

বহির্বঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যচর্চা

ত্রিপুরা :

কবিতা- পীযুষ রাউত, সেলিম মুস্তাফা

গল্প- ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, দেবব্রত দেব, মীনাক্ষী সেন

উপন্যাস - জয়া গোয়ালা, দুলাল ঘোষ, বিমল সিংহ

নাটক - কমল রায়চৌধুরী, চন্দন সেনগুপ্ত

প্রবন্ধ - রামপ্রসাদ দত্ত, বিকচ চৌধুরী, মঞ্জরী চৌধুরী

আসাম :

কবিতা - শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, অমিতাভ দেবচৌধুরী

গল্প - অরিজিৎ চৌধুরী, বদরুজ্জামান চৌধুরী

উপন্যাস - অঞ্জলি লাহিড়ী, সমর দেব

নাটক - শেখর দেবরায়, প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী

প্রবন্ধ - তপোধীর ভট্টাচার্য, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

বিহার :

কবিতা - কল্যাণ সেনগুপ্ত, মলয় রায়চৌধুরী

গল্প - সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল

ভ্রমণ/উপন্যাস - সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক

নাটক - বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ - নন্দদুলাল রায়, সুধীরকুমার করণ

ঝাড়খন্ড :

কবিতা - স্বদেশ সেন, কাজল সেন

গল্প - অজিত রায়, সুবল দত্ত

উপন্যাস - কমল চক্রবর্তী

প্রবন্ধ - বারীন ঘোষাল, বিনয় মাহাতো

বিশেষ পত্র
Course Outcome

❖ BNG – 405A থেকে BNG – 405H পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষ পত্রগুলিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ দিকগুলিতে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

বিশেষ পত্র – ১

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405A
ভাষা বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব

১. শৈলী বিজ্ঞান : (শৈলী : শৈলীবিজ্ঞান কী, প্রমুখন ও বিচ্যুতি, সমান্তরলতা, শৈলী ও নির্বাচন, ভাষা-শৈলীর ধ্বনিগত-রূপগত-বাক্যগত-শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গ, কবিতার শৈলী বিশ্লেষণ) ১০
২. মনোভাষাবিজ্ঞান : (মস্তিষ্কের ভাষাকেন্দ্র, শিশুর ভাষার্জন, ভাষা আয়ত্তীকরণে জন্মগত দক্ষতা ও সমাজ-পরিবেশের ভূমিকা, প্রয়োগতত্ত্ব) ১০
৩. ভাষা চর্চার ইতিহাস ও পদ্ধতি :
(প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের ভাষাচর্চার ইতিহাস, ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাচর্চা-বর্ণনামূলক ভাষাচর্চা, রূপান্তরমূলক সঞ্জননী ব্যাকরণ [Transformation Generative Grammar]) ১০
৪. উপভাষাতত্ত্ব : (উপভাষাতত্ত্ব, উপভাষা-বিভাষা-নিভাষা, উপভাষা জরিপ, উপভাষা মানচিত্র, বাংলা উপভাষা) ১০

বিশেষ পত্র – ২

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405B
মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ

১. রামায়ণ (আদি, অরণ্য ও লঙ্কাকাণ্ড) - কৃত্তিবাস ওঝা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) ১০
২. চৈতন্যভাগবত - বৃন্দাবন দাস ১০
৩. লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না - দৌলত কাজী ১০
৪. ঘনরাম চক্রবর্তী - ধর্মমঙ্গল ১০

বিশেষ পত্র – ৩

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405C
রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ

১. শেষ সপ্তক	১০
২. গোরা	১০
৩. চিত্রাঙ্গদা (কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য)	১০
৪. জীবনস্মৃতি	১০

বিশেষ পত্র – ৪

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405D
নাট্যসাহিত্য পাঠ

১. নাটকের সংজ্ঞা, স্বরূপ, শ্রেণি বিভাগ, নাট্য মঞ্চ সম্পর্কিত ধারণা	১০
২. এবং ইন্ড্রজিৎ - বাদল সরকার	১০
৩. গল্প হেকিম সাহেব - মনোজ মিত্র	১০
৪. একাঙ্ক নাটক - (নির্বাচিত)	১০
ক) সীমান্তের ডাক - দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
খ) যান্ত্রিক - সলিল সেন	
গ) বাজপাখি - মোহিত চট্টোপাধ্যায়	
ঘ) আগন্তুক - ধনঞ্জয় বৈরাগী	

বিশেষ পত্র – ৫

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG - 405E
লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি তত্ত্ব ও পাঠ

- | | |
|--|----|
| ১. লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়, কথান্তর | ১০ |
| ২. লোকসাহিত্য বিচারের নানা প্রয়োগ ও পদ্ধতি
(ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, মার্কসীয়, তুলনামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক) | ১০ |
| ৩. টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স (বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ শিক্ষা) | ১০ |
| ৪. ঠাকুরমার ঝুলি (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত) | ১০ |

বিশেষ পত্র – ৬

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405F
কথাসাহিত্য পাঠ

উপন্যাস

- | | |
|---|----|
| ১. বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ, উদ্ভব ও বিকাশ, রূপ-রীতি বৈচিত্র্য, শৈলী
বিচার এবং গতিপ্রকৃতি। | ১০ |
| ২. শরৎচন্দ্র – শ্রীকান্ত (২য় পর্ব) | ১০ |
| ৩. তারাশঙ্কর – হাঁসুলী বাঁকের উপকথা | ১০ |

ছোটগল্প

- | | |
|--|----|
| ১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় – ডমরু চরিত | ১০ |
| ২. জগদীশ গুপ্ত – অরুণের রাস | |
| ৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় – সীমান্ত হীরা | |
| ৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র – অবতরণিকা | |
| ৫. রমাপদ চৌধুরী – ভারতবর্ষ | |
| ৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – নীলুর দুঃখ | |

বিশেষ পত্র – ৭

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405G
সাহিত্যতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ

১. প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব :

• ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদ-

১৫

ভরত, দণ্ডী, বামন, ভামহ, অভিনবগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, কুন্তক
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব

২. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বিক :

১৫

হোরেস, লঙ্গাইনাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ক্রোচে, ব্রাডলে, স্যান্টিয়ানা, হিউম, শীলার, তেইন,
রাসেল

৩. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও আন্দোলন :

১০

ঐতিহাসিক সমালোচনা, তুলনামূলক সমালোচনা, সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদী সমালোচনা,
মিথ ক্রিটিসিজম, আখ্যানতত্ত্ব, মডার্নিজম, পোস্টমডার্নিজম, এক্সপ্রেশনিজম, অস্তিত্ববাদ,
সিম্বলিজম, ইম্প্রেশনিজম, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ, স্যুররিয়ালিজম

বিশেষ পত্র – ৮

Credit:-6

Marks: 50= (40+10)

BNG – 405H
বাংলা ও প্রতিবেশী সাহিত্য পাঠ

১. প্রেমচন্দ্রের – ‘কফন’ (হিন্দি ছোটগল্প) ও শরৎচন্দ্রের – ‘অভাগীর স্বর্গ’ ১০

২. ফকির মোহন সেনাপতির – ‘ছেমন আট গুণ্ঠা’ (ওড়িয়া উপন্যাস, ‘উনিশ বিঘা দুই কাঠা’)

ও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’

১০

৩. জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার – ‘কারেঙর লিগিরী’ (অসমীয়া নাটক, ‘প্রাসাদ কন্যা’) ও

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের – ‘স্বপ্নময়ী’

১০

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের – ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি’ (‘গীতাঞ্জলি’) ও

মহাদেবী ভার্মার – ‘ক্যা পূজন ক্যা অর্চন রে’ (‘নীরজা’ কাব্যগ্রন্থ) ১০

.....



KHARAGPUR COLLEGE

KHARAGPUR

ESTD. : 1949

P.O.– Inda, Kharagpur, Municipality– Kharagpur, Sub-Division– Kharagpur,
P.S.– Kharagpur (T), Dist.– Paschim Medinipur, West Bengal, PIN– 721305.

List of Students undertaking project in M.A in Bengali in session 2022-23

BNG 305

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Anitesh Bhunia | 44. Shampa Mahato |
| 2. Baisakhi Kotal | 45. Mitri Soren |
| 3. Hindoli Ghosh | 46. Jiya Mahato |
| 4. Nandita Dolai | 47. Arpita Mahato |
| 5. Priya Patra | 48. Susmita Panja |
| 6. Sulekha Soren | 49. Soma Singh |
| 7. Suparna Nayek | 50. Riya Mahanta |
| 8. Riya Saha | 51. Laboni Mahato |
| 9. Riya Bera | 52. Arpita Mahato |
| 10. Shibani Mahato | 53. Anupama Mahato |
| 11. Mahadeb Patra | 54. Gita Mahato |
| 12. Surajit Patra | 55. Ritashree Ghosh |
| 13. Rupali Ghorai | 56. Madhuri Mahato |
| 14. Taniya Pramanik | |
| 15. Rumpa Bhunia | |
| 16. Sanjukta Das | |
| 17. Rahul Dey | |
| 18. Krishnayani Mahato | |
| 19. Bhagyashri Mondal | |
| 20. Madhumita Shit | |
| 21. Arpita Bhowmik | |
| 22. Sangita Dey | |
| 23. Bharati Mahato | |
| 24. Amrita Shee | |
| 25. Moumita Dey | |
| 26. Madhuri Mahato | |
| 27. Sukumar Mahato | |
| 28. Moumita Das | |
| 29. Sampa Mahali | |
| 30. Riya Mahanta | |
| 31. Doyel Dey | |
| 32. Sukumar Mahato | |
| 33. Shurubali Murmu | |
| 34. Chumki Singh | |
| 35. Aparna Singh | |
| 36. Tanima Mahapatra | |
| 37. Keya Mondal | |
| 38. Sobhona Maity | |
| 39. Barsha Mahato | |
| 40. Monimala Tarangi | |
| 41. Lilik manna | |
| 42. Anita Ghosh | |
| 43. Sampa Mahato | |



ATTESTED

Principal
Kharagpur College

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

খড়গপুর



বগলেজ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠমালার তৃতীয় পাঠ

পর্যায়ের উপস্থাপিত গবেষণা মূলক নিবন্ধ

গবেষণার বিষয় - শিব বগাব : নাটক সমান্তরাল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন

গবেষিকা - আনিসা খুন্সী

প্র - বি.এন.জি - ৩০৫

পাঠপরিচয় - তৃতীয়

কোড - PG/VUWGS24/BNG/IIIS

নং - ৩৯

রেজিস্ট্রেশন নং - ১২১০০৩২ ২০১৮ - ২০১৯

শিক্ষাবর্ষ - ২০২১ - ২০২২

তত্ত্বাবধায়ক - ড. মিল্টু নন্দর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খড়গপুর কলেজ



KHARAGPUR COLLEGE

DEPARTMENT OF POST GRADUATE STUDIES BENGALI

P.O - Inda Kharagpur Dist - Paschim Medinipur West Bengal
Pin -721305

Ref

Date 28.2.2023

Certificate

This is to certify that the work described in the dissertation
.....
Has been done by Sri/Smt
.....

Under my direct supervision in the Department of Bengali.Kharagpur College.
Paschim Medinipur. Sri/Smt
.....

Has duly acknowledge the help and assistance received by him/her in the course of
work and has partially fulfilled requirement for the degree of Master of Arts in
Bengali.

Kharagpur

Assistant/Associate Professor
Department of PG & UG Studies in Bengali
Kharagpur College

মুখবন্ধ

খড়গপুর কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ পত্র নাট্য সাহিত্য।
এই বিশেষ পত্রে আমার গবেষণাধর্মী নাটকটি হলো নাট্যকার বলাইচাঁদ
মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক ‘শিককাবাব’।

এই বিষয়টি আমি লেখার কাজে সাহায্য নিয়েছি নানা সহায়ক গ্রন্থের। নাট্যকার
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এর নাটকের মূল তাত্ত্বিক দিকগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি।
এই কাজে আমাদের কলেজের গ্রন্থাগার আমার সহায়ক হয়েছে।

আমার এই গবেষণার কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের
কলেজের অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয়।

ওনার নির্দেশেই গবেষণামূলক প্রকল্পটির শিরোনাম নির্বাচন করেছি। ওনার
মানসিক শ্রমের গবেষণামূলক প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি।
অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয় এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তারিখ ২৪.০২.২০২৩

অমিত্র কুপ্যা

স্বাক্ষর

শিক কাবাব : নাটকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন

১. ভূমিকা।

২. বাংলা নাট্য সাহিত্যে বনফুলের অবদান।

৩. শিক কাবাব নাটকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন।

৪. উপসংহার

৫. গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

বাংলা একাঙ্ক নাটকের নাটকের ধারায় 'শিককাবাব' বনফুলের কালজয়ী সৃষ্টি। 'শিককাবাব' একাঙ্কিকার কথাবস্ত্র হল- এক জমিদার তার বাগান বাড়িতে এক নারীকে তুলে এনে ছে নিজের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য। অভিলাসে জমিদার, জমিদারের মশায়ের পান্নালাল ও জমিদারের বন্ধুর জীবনধন সেই বাগানবাড়িতে উপস্থাপিত হয়েছে। এদের নারী ভোগের উপাচার রূপে শিকাবাব তৈরি উদ্যোগ চলছে। শিক কাবাব প্রস্তুত করতে এসেছে করিম বাবুর্চি আর শিবু খানসামা। শিবু এবং করিমের সংলাপ প্রতिसংলাপে নাট্য পরিবেশটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ নাটকে initial stage অংশটি সুসম্পন্ন ভাবে নির্মিত হয়েছে শিবু এবং করিমের সংলাপ- প্রতिसংলাপে। জমিদার ও পান্নালালের সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটি গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। পান্নালালের মুখ নিঃসৃত সংলাপে এই নাটকের কথাবস্ত্র উপস্থাপিত হয়েছে। হল ঘরের পর্দার অন্তরালবর্তীনি সৌদামিনী হতদরিদ্র ভদ্র ঘরের অরক্ষণীয় কন্যা। বিবাহযোগ্য হলেও সৌদামিনী স্বামী সংসার পাইনি, কারণ সম্ভাব্য পাত্রপক্ষগণ "কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখাপড়া, কেউ চাইলে সব - "। সৌদামিনীর বাবা পাত্রপক্ষের এসব চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে সৌদামিনী অনুচাই থাকে। এরপর সৌদামিনী প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ে কাশি যাত্রা কর। কাশিতে গিয়ে প্রেমিক যুবক নিজেকে রক্ষা করল ঠিকই কিন্তু সৌদামিনীকে কাশির পাণ্ডাদের কামনাগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারল না। কাজির পাণ্ডাদের লালসা, সৌদামিনী 'খান খান' হয়ে বাধ্য হয়, পালিয়ে যেতে। সৌদামিনীর নিয়তি তার সাথেই পথ চলে। পথ হারা সৌদামিনী বৃদ্ধ সন্তোষবাবুর আশ্রয় লাভ করে কিন্তু সন্তোষবাবুর ভাগ্নে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে নিয়ে কলকাতা আসে। ভাগ্নির

পিছু পিছু মামাও আসে কলকাতায়। সন্তোষবাবু সৌদামিনীর সঙ্গে ভাণ্ডার বিয়ে দিতে রাজি নয়, সৌদামিনীকে এক অবলা আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে মামা ভাগ্নে বাড়ি ফিরে যায়। সৌদামিনী তখন ‘তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে’ পতিত হয়েছে, অবলা আশ্রমের সবল ম্যানেজারের গ্রাস থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে আশ্রমের পাঁচিল উপকূলে পালিয়ে যায়। এরপর সৌদামিনী “কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির” হয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্য। শিয়ালদা স্টেশনে পান্নালালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। পান্নালালকে বিশ্বাস করে চাকরি পাওয়ার আশায় সে এসে পড়েছে জমিদারের বাগান বাড়ির হল ঘরে। পান্নালালের কথা শুনে পাঠক সৌদামিনীর জীবন পথের লেখচিত্রের গ্রাফটা আপন মনে সাজিয়ে নিতে পারে। ‘শিককাবাব’ নাটকের এই অংশটিকে rising action পর্ব বলা হয়।

এরপরেই নাট্য কাহিনীর মহা মুহূর্ত এবং যবনিকা পতন সম্পন্ন হয়েছে দ্রুতগতিতে। সৌদামিনীকে পর্দার আড়ালে রেখে জমিদার, পান্নালাল এবং জীবনধন মদ্যপান এবং শিককাবাবের উত্তাপে নিজেদের কামনান্নিকে উত্তপ্ত করে চলেছে নির্বিবাদে। এদের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে তখন পান্নালাল উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে সৌদামিনী পরণের শাড়ি গলায় গিয়ে বরগা থেকে ঝুলে রয়েছে, আত্মহত্যা করেছে। এখানেই এই একাক্ষিকার climax সংঘটিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে একাক্ষিকার পরিসমাপ্তি conclusion সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে বনফুলের অবদান

বিশশতকীয় বাংলা সাহিত্যের ধারায় বনফুল অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। মূলত : কথা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবনের সূচনা করেছিলেন বনফুল কিন্তু কথা সাহিত্যের ব্যাপক পরিচিতির পরিসরেও ঢাকা পড়ে যায়নি তাঁর নাট্যকর্ম। নাট্যকার বনফুলের পরিচিতি পরিসর সুবিস্তৃত না হলেও তাঁর রচিত নাটকগুলি বিশশতকীয় বাংলা নাটকের ধারায় এক অনবদ্য সংযোজন। কালের শাসন উপেক্ষা করে বনফুলের নাট্যকর্ম আজও সজীব রয়েছে। নানান শ্রেণীর নাটক রচনা করলেও বনফুলের একাঙ্ক নাটকগুলি তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্মরণীয় সৃষ্টি। জীবনের প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ থেকেই তাঁর একাঙ্ক নাটকের জীবনের সঙ্কট, ব্যক্তি মানব-মানবীর অসহায়তা, লোভ-লালসা সমাজে নানার পঙ্কিলতা-আবিলতা সুতীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বনফুল কাযত:তাই হয়ে উঠেছেন জীবনশিল্পী। জীবনের ধারাভাষ্যকার।

বনফুলের জন্ম ১৯শে জুলাই ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের মনিহারী গ্রামে। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা মৃণালিনী দেবী। বনফুলের পৈতৃক আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার শিয়াখালা গ্রামে। বনফুলের শৈশব শিক্ষা শুরু হয়েছিল গ্রামের মাইনর স্কুলে। ছোটবেলাতে কবিতা শেখা এবং কবিতা লেখার প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কাকার নিকট থেকে। মাইনর শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার পর ১৯১৪ সালে বরকত মনিহারি অপর পাড়ে অবস্থিত সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালধ্ব' পত্রিকা বনফুলের স্বনামে প্রথম কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হয়েছিল। এই সময় থেকে তিনি (বনফুল) ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'বনফুল' ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঠ সংখ্যায় কবিতার নাম

ছিল 'উষা'। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কোচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন, হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে আই.এস.সি পড়বার জন্য ভর্তি হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকা তাঁর একটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সময় তাঁর সাহিত্যখ্যাতি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। ১৯২০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করবার পর ডাক্তারি পড়বার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা আসেন। এটাই ছিল মফঃস্বলের ছেলে বলাইচাঁদের প্রথম কলকাতা দর্শন। ডাক্তারি পড়বার সময় খুবই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে পড়বার শেষের দিকে বনফুলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের। ১৯২৬ সালের বিহার সরকার পাটনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন, সরকারি নির্দেশে বনফুল কে কলকাতা ছেড়ে পাটনা চলে যেতে হয় এবং সেখান থেকে তিনি এম.বি.বি.এস-র শেষ পরীক্ষা দেন। ১৯২৭ সালে বিয়ে করেন। ১৯৩৬ সালে বনফুলের প্রথম উপন্যাস 'তিন খণ্ড' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত যদিও এই উপন্যাস কোন পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়নি। এই ১৯৩৬ সালে চুরাশি কবিতার সম্বলিত 'বনফুলের কবিতা' এবং চৌত্রিশটি গল্প সম্বলিত 'বনফুলের গল্প' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯৩৬ অথবা ১৯৩৭ সালে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বনফুলের প্রথম নাটক 'রূপান্তর' প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সময়কালে বনফুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনী নাটক 'শ্রীমধুসূদন' প্রকাশ পায়। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'দশভাগ' নামক নাট্যগ্রন্থটি প্রকাশিত। 'দশভাগ' একাঙ্ক সংকল্পের ১০টি একাঙ্ক হল- 'শিককাবাব', 'লেহা', 'জল', 'অবাস্তব', 'নব সংস্করণ', 'কবয়:', 'বাণপ্রস্থ', 'অন্তরীক্ষে', 'আকাশ নীল', '১৩শে শ্রাবণ', '১৩৪৮'। এদের মধ্যে 'শিককাবাব' একাঙ্ক টি তাঁর শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক রূপে পরিচিত। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নিজস্ব বাসভবনে বাংলা সাহিত্যের এই বিচিত্র বর্ণময় সাহিত্য শ্রেষ্ঠার জীবনবাসনা হয়।

শিবশংকর নাটক সমাপ্তি আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন

‘শিককাবাব’ একাক্ষের জমিদার, জমিদারের মোসাহেব পান্নালাল এবং জমিদারের বন্ধু জীবনধনবাবু এরা একই গোত্রের জীব। এরা পরস্পরের বয়স্য এবং সহযোগী, এদের তিনজনেরই একটাই লক্ষ্য নারী-শরীর ভোগ। নারী-শরীর ভোগের একান্ত বাসনায় তারা সৌদামিনীকে উঠিয়ে এনেছে, জমিদারের বাগানবাড়িতে সমবেত হয়েছে। এদের তিনজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া মানবতার সামান্যতম অংশও লক্ষ্য করা যায় না। জমিদার কেবল নারী মাংস ললুপ তা নয়, সেই সৌদামিনীর পূর্ব জীবনের খবরা খবর জানতে চাই নিজের লালসার লেলিহান শিখাটিকে আরো অধিক পরিমাণে প্রচলিত করবার জন্য। তার Alcoholic tremor রয়েছে, তার হাত কাঁপে তবুও সিগার সেবন, মদ্যপান এবং নারী-শরীর ভোগে তার জুড়ি মেলা ভার। জমিদার কথায় কথায় বলে ‘আই সি’। “এই অপেক্ষা করে থাকার মধ্যেই একটা থ্রিল আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল- হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ”। জমিদারের এই মনোভাব থেকে বোঝা যায় কেবল সৌদামিনী নয় ইতিপূর্বে অনেক সৌদামিনী এই জমিদারের বাগান বাড়িতে এসেছে। জমিদারের কামনা পূরণের জন্য, সৌদামিনীর পূর্বকথা জমিদারের নিকট উপন্যাসতুল্য মনে হয়। সে একই সঙ্গে সিগার, সোডা এবং মদ্যপানে নিজেকে উত্তেজিত রাখে। তার কথাবার্তায় কোন রকম শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না- “মেয়ে মানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল”। ‘মেয়ে মানুষের গন্ধ’ শব্দ গুচ্ছ যার মুখে উচ্চারিত হয় সেই মানুষের লাল সাতুর রূপটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। জমিদার চরিত্রটিকে নাট্যকার বনফুল নির্মাণ করেছেন অতি সচেতন ভাবে। নাট্যকারের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তীব্রভাবে বর্ষিত হয়েছে জমিদার চরিত্রে। ‘সুন্দর শয়তান’ রূপে জমিদার চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

‘শিককাবাব’ একাঙ্গিকার নারী-মাংস খাদক চরিত্রসমূহের মধ্যে তৃতীয় জন জীবনধনবাবু। জীবনধনবাবুর অসম্মত বেশবাস, তার বগলে বোতল এবং কণ্ঠে গান- এভাবেই পাঠক- দর্শক তাকে প্রথম দেখতে পায়। সে জমিদারের বন্ধু। জীবনধন বাবু আকর্ষণ মদ্যাসক্ত। সে পর্দার আড়ালে থাকা সৌদামিনীকে অঙ্গরা বলে পরিহাস করে পান্নালালকে সেই সৌদামিনীর প্রসঙ্গ দ্রুত শেষ করতে অনুরোধ করে। করিমের শিককাবাবের সে খুব প্রশংসা করে। অসিদ্ধ শিককাবাব চিবুতে গিয়ে জীবনধনের ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তবুও সে পরম আগ্রহে শিককাবাব খেতে থাকে। সে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে চাই না। সে বলে, “আরে বাবা, বারই করোনা, দেখি জিনিসটা”। এখানে “জিনিসটা” শব্দটি লক্ষ্যণীয়। এই শব্দটির দ্বারা কোন বস্তু বা পদার্থ কে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনধনের কাছে সৌদামিনী নারী নয়, মানবী নয় একটি পদার্থ মাত্র। শিককাবাব যেমন একটি পদার্থ তেমনিই সৌদামিনী ও পদার্থ রূপে বিবেচিত হয়েছে নারী মাংস লোভী জীবনধনের কাছে। এই জীবনধন, পান্নালাল বা জমিদার আকারে মানব কিন্তু তাদের আচরণ মানবিক নয়। তারা মনুষ্যত্ব বিবেক বর্জিত জান্তব-মানুষ। এদের স্বরূপ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়েছে করিমের কথায়, “বাগদী হোক ক্যাওড়াই হোক আর ভদ্র লোকই হোক বাবুদের কোন কিছুর বিচার নেই”। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ঘড়াগায় এরা নারীকে শরীরী প্রয়োজনে ব্যবহার করে মাত্র। সভ্যতার পঙ্কিলময় দিক মানবতার অপমানকারী শক্তির স্বরূপ নাট্যকার বনফুল তুলে ধরেছেন এই একাঙ্কে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে। একাঙ্ক নাটকের পূর্ণাঙ্গ জীবন রূপায়ণের সুযোগ থাকে না একাঙ্কের সীমিত পরিসরে নাট্যকার নারী মাংস শিকারীদের ছবি এই একাঙ্ক সার্থকভাবে তুলে ধরেছে।

‘শিককাবাব’ একাক্ষির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আমরা পেয়ে যাই শিবু ও করিমকে। এদের কাজ কর্মের নাট্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে অত্যন্ত সুদৃশ্যভাবে। জমিদার ও তার মোশাসাহেবের নারী ললুপতার নানান ঘটনার সাক্ষী এরা দুজন। এরাও জমিদারের স্বার্থক দোষের। জমিদারের ভোগের উচ্ছিষ্ট ও এদের ভোগে আসে এরা নারী উচ্ছিষ্ট ভোগ করেই আন্তরিকভাবে খুশি। এরা আসলে সমাজের কৃমিকীট তুল্য জীবমাত্র। এদের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মানব চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন সার্থকভাবে। এছাড়াও ‘শিককাবাব’ একাক্ষকে সৌদামিনীর প্রেমিক এবং কাশির গুন্ডা, সন্তোষবাবু, সন্তোষ বাবুর ভাগ্নে অবলা আশ্রমের ম্যানেজার প্রভৃতির প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারী মাংস আত্মাদী নারী শরীর সান্নিধ্য লাভে এরা উন্মুখ। নাট্যকার এইসব চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পুরুষের সামাজিক সত্তা ব্যতিরেকে নারী-ললুপতার দিকটি উন্মোচিত করেছেন যথাযথভাবে।

নাটকের তৃতীয় উপাদান নাট্য ভাবনা বা dramatic thoughts। নাটক রস সাহিত্যের একটি প্রকরণ মাত্র। একাক্ষ নাটকে নাট্যকার মানব জীবনের ক্ষণিক ও স্থানের বিষয়কে উপস্থাপিত করে থাকেন। পূর্ণ জীবন উপস্থাপনের সুযোগ না থাকলেও তৎস্থানিক ও তৎকালীন ঘটনা বৃত্তের মাধ্যমে নাট্যকার তার অনুভূতি সঞ্চালিত করে থাকেন। ‘শিককাবাব’ একাক্ষির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বনফুল এক অসহায় নারীর জীবন - অনুষঙ্গের আড়ালে পুরুষের নারী মাংস ললুপতার বিভৎসরূপকে ভাষা দান করেছেন সার্থকভাবে। পুরুষ তাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে কি রূপে বিভৎস ভাবে স্বীকার করে তার নির্মম রূপ। ‘শিককাবাব’ একাক্ষিকায় নির্মোহভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকার তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন পুরুষের লাল সাতুর রূপটি অংকনের মাধ্যমে জীবনের প্রতি অনুরাগবশত বনফুল সৌদামিনের মৃত্যু ঘটিয়েছেন কিন্তু পুরুষের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। নাট্যকার গভীর জীবন বোধ ও অপরিণীলিত জীবনের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে এই নাটকে।

উপসংহার

‘শিককাবাব’ একাক্ষের শিরোনাম তাৎপর্যপূর্ণ। রস সাহিত্য আলোচনায় নানা তাৎপর্যে শিরোনাম প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। সাধারণ অর্থে ‘শিককাবাব’ এক ধরনের খাদ্য। এই শিক কাবাব প্রস্তুত হয় কাঁচা মাংস কে লোহার শিখে গেথে আগুনে ঝলসে ঝলসে সেদ্ধ করে। এই শিককাবাব আগুনের একেবারে ঝলকাতিনে প্রস্তুত হয় না, বারবার ঝলসে নিলে, দক্ষ করলে তবে শিক কাবাব তৈরি হয়ে যায়। নাট্যকার বনফুল বাইরে শিককাবাব প্রস্তুত এবং শিককাবাব ভক্ষণের অনুশঙ্গে সৌদামিনীর পরিণামকে উপমিত করেছেন। করিম এবং শিবু যেমন শিক কাবাব প্রস্তুত ও পরিবেশনে পটু তেমনি জমিদার, জমিদারের মোসাহেব পান্নালাল এবং জীবনধন তিনজন মিলে নারীকে বাগানবাড়িতে উঠিয়ে আনতে এবং তাকে ভোগ্যপণ্য রূপে গ্রহণ করতে এরা সিদ্ধহস্ত। সৌদামিনী এদের বাগানবাড়িতে প্রথম এসেছে তা নয়, অনেক সৌদামিনীকে যোগ দার পান্নালাল জীবনধনে শিক কাবাবের মত ভক্ষণ করেছে। শিখে গাথা মাংস কে বারবার ঝলসে নিলে শিককাবাব প্রস্তুত হয়। সৌদামিনীও যেমন বারংবার পুরুষের লালসার কামনার শিকার হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পর্জবসিত হয়েছে। সৌদামিনী যখন হল ঘরের পর্দার আড়ালে তখন তার অবস্থা সদ্য প্রস্তুত শিককাবাবের মত, সে কেবল বাবুদের টেবিলে পরিবেশিত হতে বাকি রয়েছে তখনও। নাট্যকার বনফুল সঙ্গে মানুষের জৈব খুদা নিবৃত্তির প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দান করেছেন, একই সঙ্গে তিনি পুরুষের নারী মাংস গ্রাসের লালসাতুর রূপটি নির্মমভাবে রূপায়িত হয়েছে। ‘শিককাবাব’ একাক্ষে আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা ও সৌদামিনীর সম তাৎপর্য বহন করেছে। এদিক থেকে বলা যায় সভ্য সমাজের কানা গলিতে সৌদামিনীরারা হারিয়ে যায় সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা সব নিয়ে যায় নারীকেও নিয়ে যায়। নাট্যকার বনফুল নাটক বিষয়ে সঙ্গে এই শিরোনাম নির্বাচন করেছেন সঠিক তাৎপর্যে।

গ্রন্থপঞ্জি

স্বাক্ষরিত গ্রন্থ - 'শিককাবাব' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থ : ১. চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বলাইচাঁদ

মুখোপাধ্যায়ের 'শিককাবাব' মূল নাটক।

২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের

সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট

লিমিটেড।

৩. বনফুল নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) বলাইচাঁদ

মুখোপাধ্যায় প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮ জানুয়ারি।

সূত্র উইকিপিডিয়া

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়



খড়গপুর কলেজ
স্নাত্ত্বিকের বাংলা বিভাগ

প্রবন্ধের বিষয় - সধবার একাদশী: তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের দর্পণ

তত্ত্বাবধায়ক - ড. মিন্টু নস্কর

প্রবন্ধকারী - প্রিয়া পাত্র

বিষয় - বাংলা

পর্যায় - তৃতীয়

বিভাগ - কলা বিভাগ

রোল - PG/ VUWGS24/BNG/IIIS

নং - 43

রেজিস্ট্রেশন নং - 1170096 - 2018-2019

শিক্ষাবর্ষ - ২০২১ - ২০২২



KHARAGPUR COLLEGE

DEPARTMENT OF POST GRADUATE STUDIES BENGALI

P.O - Inda Kharagpur Dist - Paschim Medinipur West Bengal
Pin -721305

Ref.....

Date 28/2/2023

Certificate

This is to certify that the work described in the dissertation স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস
: তিনিশা দেবী
Has been done by Sri/Smt তিনিশা দেবী

Under my direct supervision in the Department of Bengali.Kharagpur College.
Paschim Medinipur. Sri/Smt তিনিশা দেবী

Has duly acknowledge the help and assistance received by him/her in the course of
work and has partially fulfilled requirement for the degree of Master of Arts in
Bengali.

Kharagpur

Minta Nasir 28/02/23
Assistant/Associate Professor
Department of PG & UG Studies in Bengali
Kharagpur College

মুখবন্ধ

খড়গপুর কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ পত্র নাট্য সাহিত্য। এই বিশেষ পত্রে আমার গবেষণাধর্মী নাটকটি হলো নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত প্রহসনধর্মী নাটক 'সধবার একাদশী'।

এই বিষয়টি আমি লেখার কাজে সাহায্য নিয়েছি নানা সহায়ক গ্রন্থের। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের মূল তাত্ত্বিক দিকগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আমাদের কলেজের গ্রন্থাগার আমার সহায়ক হয়েছে।

আমার এই গবেষণার কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের কলেজের অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয়। ওনার নির্দেশেই গবেষণামূলক প্রকল্পটির শিরোনাম নির্বাচন করেছি।

ওনার নির্দেশেই গবেষণামূলক প্রকল্পটির শিরোনাম নির্বাচন করেছি। ওনার মানসিক শ্রমের গবেষণামূলক প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি।

অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয় এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তারিখ 28/2/2023

স্বাক্ষর
স্বাক্ষর

সধবার শ্রবণদর্শী : ত্রুৎবগলীল বাংলার সমাজ জীবনের দর্পণ

- (১) ভূমিকা ।
- (২) বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান।
- (৩) সধবার একাদশী নাটকে তৎকালীন বাবু সমাজের প্রতিফলন।
- (৪) একেই কি বলে সভ্যতা ও সধবার একাদশী তুলনামূলক পাঠ।
- (৫) নাট্য সংলাপে প্রতিফলিত সেকালের সমাজ বাস্তবতা ।
- (৬) উপসংহার ।
- (৭) গ্রন্থপঞ্জী ।

ভূমিকা

‘সধবার একাদশী’ চিরকাল বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে থাকবে। নাট্যধর্ম ও প্রহসনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন একটি রসোৎকর্ষ সৃষ্টি করেছে যা দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভাকে অমরত্ব দান করার পক্ষে যথেষ্ট। সেকালের কলকাতার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবশক্তির মধ্যে প্রাণশক্ত বারাজনা সেবা, পরস্তীহরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী দিকগুলি কি কুৎসিত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার কাহিনী এখানে বিবৃত। এই নাট্যধর্মী প্রহসনের ওপর মাইকেলের একে কি বলে সভ্যতা, প্রভাব আছে কিন্তু মাইকেলের শুধু প্রহসনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। এ নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি বর্গের চাল চরিত্র ফুটিয়ে তোলা এ নাটকের অন্যরকম উদ্দেশ্য। কিন্তু সধবার একাদশী নাটকের নীম চাঁদ চরিত্রটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সম্পাদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে নিমচাঁদ দত্ত আদর্শবাদী উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু সংযম তার চরিত্রে অনুপস্থিত। সুরার স্রোতে ভাসতে গিয়ে নিজেকে সে দেউলে করেছে।

মদ্যপান ও তৎসংশ্লিষ্ট নৈতিক অধঃপতন কিভাবে সমাজকে বিধ্বস্ত করে তা দেখানোর জন্যই নাট্যকার নাটক শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে জীবন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাই সহানুভূতির অশ্রু জলে বস্ত্রনিষ্ঠ গভীরতায় শিল্পী সমাজদেহের মর্মস্থল পর্যন্ত তার সন্ধানী দৃষ্টি সাহায্যে আলোকিত করেছেন।

বাংলা নাট সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের লেখা প্রহসন ধর্মী নাটকটি হলো ‘সধবার একাদশী’।

নদীয়া জেলার চৌবেরিয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর। পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধবর্ণারায়ন ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় ‘সংবাদপ্রভাকর’ পত্রিকায় কবিতাচর্চার মধ্যে দিয়ে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন।

বাংলা নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, তার সধবার একাদশী নাটক সেই যুগের অন্যতম সমাজিক দলিল। এই নাটক খানির অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র অটলবিহারী এখানে এই চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র রচিত প্রহসন ধর্মী নাটক সধবার একাদশী নাটকটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশ করেন।

এইগুলি হাস্যরসাত্মক এবং প্রহসন জাতীয়। শেক্সপিয়ারের প্রথম যুগের কমেডি “Merry wives of wind sor” “comedy of Error” প্রভৃতি নাটকের মতো অজস্র উদ্ভাসিত হাস্যরসই এই নাটক গুলির সম্পদ। এই মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রহসনধর্মী নাটক হল ‘সধবার একাদশী’।

‘সধবার একাদশী’ চিরকাল বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে থাকবে। নাট্যধর্ম ও প্রহসনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন একটি রসৎকর্ষ সৃষ্টি করেছে যার দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভাকে অমরত্ব দান করার পক্ষে যথেষ্ট। সেকালের কলকাতার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুব শক্তির মধ্যে প্রাণাসক্ত বারান্দা সেবা, পরশ্রীহরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী দিকগুলি কি কুৎসিত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার কাহিনী এখানে বিবৃত। এই নাট্যধর্মী প্রহসনের ওপর মাইকেল ‘একেই কি বলে সভ্যতার’ প্রভাব আছে। কিন্তু মাইকেল শুধু প্রহসনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। কাহিনীর action ও চরিত্রের সংঘাত সেখানে ছিল না কিন্তু সধবার একাদশীতে নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেখ্য। তার সুখ দুঃখ সংলাপ আচার আচরণ কোনটাই তার চরিত্রের বাহ্যিক পোষক নয়, ধর্মীর রক্ত প্রবাহের মত অনিবার্য ও অত্যাবশ্যকীয়। তাঁর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে যে আলোচনা করেছে, তা আজ পর্যন্ত অবিতর্কিত। তিনি বলেছেন “কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধু সামাজিক অভিজ্ঞতায় বিস্ময় কর নহে তাঁহার সহানুভূতি ও অতিশয় তীব্র”। এই মন্তব্যের উপর পুরোপুরি আস্থা রেখে তার নাটক গুলিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) প্রভৃতি দীনবন্ধু মিত্রের রচিত নাটক।

বাংলা নাট্য সাহিত্য দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন এবং গণচরিত্রের যে আবাহন তিনি করেছিলেন তা পরবর্তীকালে আরও প্রবল শক্তিতে গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে, সে দিক থেকে তিনি পদৃষ্টা ও অদ্বিতীয় নাট্যকার প্রতিনিধি। বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্রের মতো অভিনেতা, প্রযোজক ও শিক্ষক এবং দীনবন্ধুর মত নাট্যকার ছিলেন বলেই বাংলাদেশের শহর ও শহর বলিতে এত শীঘ্রই নাট্যভিনয় সংস্কৃতির বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

দীনবন্ধু মিত্রকে যাঁরা প্রধানত প্রহসন-নির্মাতা হিসেবে শনাক্ত করতে আগ্রহী, তাঁর নাট্য প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার ব্যতিক্রমধর্ম সম্পর্কে দ্বিধাশ্রিত এবং তাঁকে সময় ও সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারে অনভ্যস্ত ও অনাগ্রহী তাঁরাই ‘সধবার একাদশী’কে পরিণত প্রহসন প্রমাণের জন্য এর রচনাকাল ‘বিয়ে পাগলা বুড়োর’ পরবর্তী বলে সময় নির্ধারণ করেছেন দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ ও নবীন তপস্বিনীর নাট্যাভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথাবদ্ধ নাট্যবিন্যাস রীতি ও পরিচর্যা কৌশল অতিক্রম করে আলোচ্যনাটকে উন্মোচন করে নতুন সম্ভাবনা, সমকালীন বৃত্তনির্মাণ, চরিত্রায়ন ও রসনিষ্পত্তির ধারায় সংযোজন করেন নতুন মাত্রা। ‘নীলদর্পণ’ নাটকে দীনবন্ধু প্রকরণ অপেক্ষা বিষয় সতর্ক, নবীন তপস্বিনীতে বিষয় ও প্রকরণের সমন্বয় প্রয়াসে নিরীক্ষাশীল, কিন্তু বিষয় ভাবনার গভীরতা ও বিন্যাস রীতির মৌলিকভেদে ‘সধবার একাদশী’ অভিনব। এই অভিনবত্বের জন্যই বারংবার নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, ‘সধবার একাদশী’ নাটক না প্রহসন।

উপসংহার

‘সধবার একাদশী’ বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি আদি ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটি একটি নাটক যা কিনা প্রহসন হিসেবে পরিগণিত। এর লেখা উনিশ শতকের বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

পরিশেষে বলা যায় দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটকটির মাধ্যমে আমরা তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের চাল চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের কুফল ফুটিয়ে তোলা এ নাটকের অন্যরকম উদ্দেশ্য। মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের বেশ্যা শক্তির বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ পান এবং বেশ্যার কারণে সে সমসাময়িক সমাজে যে উচ্ছৃংখলতা এবং নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। ধনী ব্যক্তির অর্থ ও বিত্তের জোরে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে যে অনাসৃষ্টি করে তারই একটি বিশ্বস্ত রূপ এই সধবার একাদশী।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ :- সধবার একাদশী দীনবন্ধু মিত্র ।

সহায়ক গ্রন্থ :- (১) অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত দীনবন্ধু মিত্রের

সধবার একাদশী মূল নাটক ।

(২) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'দীনবন্ধু মিত্রের'

সধবার একাদশী বেঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত ।

সূত্র উইকিপিডিয়া

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়



স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

তৃতীয় পাঠ পর্যায় বিশেষ পত্র

সাহিত্যের গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ (২০২৩)

বিষয় :- মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকের নাট্যসংঘাত



গবেষিকা:- শিবানী মাহাত

ক্রমিক নম্বর:-PG/VUWGS24 / BNG / IIS নং- 48

নিবন্ধীকরণ নং - 1440105 of 2018-2019

তত্ত্বাবধায়ক - অধ্যাপক ডঃ মিন্টু নস্কর

বাংলা বিভাগ, খড়গপুর কলেজ

E-mail: kgp_college@yahoo.co.in

E-mail: kgp_college@rediffmail.com

03222-225920, 257320

Fax: 03222-227926



KHARAGPUR COLLEGE

Dept. of Bengali, UG & PG Studies

Inda, Kharagpur, Paschim Medinipur, PIN- 721305.

Certificate

Date: 28.02.2023

This is to certify that the work described in the Dissertation/Project

কনোয় সিন্ধেব 'জাওয়ানো বাসান' বনোবের ওটিফক্সাত
has been done by Sri/Smt. সিবানী সাত্তা UG/ PG ৪th Semester,

College Roll No. 48... under my direct supervision in the Department of Bengali,
Kharagpur College, Paschim Medinipur.

Sri/Smt. সিবানী সাত্তা has duly acknowledge the

help and assistance received by him/her in the course of work and has partially fulfilled
requirement for the Degree of Bachelor of Arts / Master of Arts in Bengali.

I wish him success in all walks of life.

Mintu Naskar 28.02.23
Assistant Professor / Associate Professor
Dept. Of Bengali, Kharagpur College

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পাঠপর্যায়ে বাংলা বিভাগে গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রচনা একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আমার বিশেষ পত্র নাটকের জন্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধের বিষয় হিসাবে মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নামক পূর্ণাঙ্গ নাটকটির নাট্যসংঘাতের বিষয়টি নির্বাচন করেছি। এই ধরনের মৌলিক নাটক বিশ্বপ্রকৃতির পটে মুখোমুখি দুটি শ্রেণীর ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত, সেই সংঘাতের বিষয়টি আমি আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

আমি আমার এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে, নাট্য সাহিত্যের সমালোচনা মূলক গ্রন্থ পাঠ করেছি।

এছাড়া আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয়ের ভ্রূহাবধানে আমি এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। সুনিশ্চিত মতামত ও আন্তরিকতা সহযোগীতা ছাড়া এই নিবন্ধটি প্রস্তুত করা সম্ভব হত না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. মিন্টু নস্কর মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার গবেষণার কাজে আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজে সাহায্য পেয়েছি। সেইজন্য আমি গ্রন্থাগারের কাজে কৃতজ্ঞ থাকব। সিমীত পরিসরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে নিবন্ধটি রচনা করেছি তা সাহিত্য শিক্ষার্থীদের কাছে অনুসরণীয় হলেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভব করব।

খড়গপুর কলেজ

তারিখঃ

বিনীতা

শিবানী মাহাত

স্নাতকোত্তর বাংলাবিভাগ

-: বিষয় :-

মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকের নাট্যসংঘাত

সূচিপত্র

বিষয়:	পৃষ্ঠা নং
১/ প্রথম অধ্যায় :	১-৪
বাংলা নাট্যসাহিত্য ধারায় মনোজ মিত্র।	
২/ দ্বিতীয় অধ্যায়:	
মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।	৫-৬
৩/ তৃতীয় অধ্যায় :	
নাটকের দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের স্বরূপ।	৭-৮
৪/ চতুর্থ অধ্যায়:	
সাজানো বাগান নাটকের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা।	৯-১১
৫/ উপসংহার	১২
৬/ গ্রন্থপঞ্জী	১৩

ভূমিকা

যেকোনো সার্থক শিল্পীকে বিশেষত নাটকের রচয়িতা কে হতে হয় দায়বদ্ধ ও সমাজ সচেতন। একটু ভালোভাবে অভিনিবেশ করলেই আমরা দেখতে পাবো মনোজ মিত্রের নাটকে আর্থসামাজিক সমস্যা, প্রত্যক্ষ বাস্তবের রুঢ় বিমূঢ় তিক্ত কটু মধুর মূর্তি, রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কটকট হিউমারের রস হিল্লোলে যেভাবে উদ্দীপন ঘটে তা অন্যত্র তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। তার নাটকে প্রত্যক্ষ বর্তমান যুগের চিন্তাভাবনা, সমস্যা সংকট যেমন সরাসরি বা রূপকের আড়ালে আছে তেমনি তার ভাষার গুনে বাচন কৌশলে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, সরস কৌতুক মিশিয়ে তার থেকে পরিব্রাজনের ইঙ্গিতও মেলে। তার নিজের কথায় -

ইহজীবনের জরুরী সমস্যা আমাদের নাটক

যেমন তুলে ধরেছে এমন আর কেউ ধরেনি।

উৎপীড়ন অনাচার অবিচার ভন্ডামি চারপাশের

যত শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক,

অক্লান্ত ভাবে: নির্মমভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে।

আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ; আক্রমণ।

জন্ম লগ্ন থেকেই বাংলা নাটক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে সমাজ সংশোধনে দায়। মনোজ মিত্র যথার্থ সহমর্মির মত দায় পালনের গুরুত্ব নিয়ে নিজ দায়িত্বে যথায় যথায় ভূমিকা পালন করেছেন। মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন-

“লোভ ভন্ডামি নষ্টামি দেখলে তার (মনোজ মিত্রের) কলম তরবারির ধার পেয়ে যায়। সাধুসন্তের ভেকধরা ধর্মীয় জালিয়াতদের তিনি সহাই করতে পারেনা। কত যে গুইবাবা, মৌনীবাবা দাড়িবাবার মুখোশ তিনি নির্মম হাতে টেনে খুলেছেন তার সারা জীবনের লেখায় তার ইয়ত্তা নেই। রাজনীতির ভেকধারী নেতার ছদ্মবেশে অপদার্থ কামুক অত্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কি কম হেনস্থা হয়েছে তার হাতে।

তেমনি সংসারের ছোট আঙিনায় ছোট ছোট স্বার্থ ক্ষুদ্র কূটবুদ্ধি নির্ভুরতাকেও মেলে ধরেছেন মনোজ।

বাংলা নাটকে মুখোশ ছেঁড়ার দায় তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কাজটি যেন যান্ত্রিক না হয়ে, শিল্পের আঁধারে সংঘটিত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এই সতর্ক দৃষ্টির অন্যতম ফসল ১৯৭৬-৭৭ এ লেখা 'সাজানো বাগান' নাটকটি। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সরাসরি শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। ভূমিজ মানুষকে বঞ্চিত করে বহিরাগত যে শোষকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে এখানে তাদের প্রতি ক্ষমাহীন নাট্যকার। 'সাজানো বাগান' নাটকে শোষক ছকড়ি- নকড়ির বিরুদ্ধে ভূমি নগ্ন মানুষ বাগ্মী কাপালির প্রাণপণ লড়াই এবং সে লড়াইয়ে ভূমির ওপর বাগ্মীর দাবি প্রতিষ্ঠিত। একদিকে উৎপাদক বাগ্মী অন্যদিকে সংগ্রাহক ছকড়ি নকড়ি কে পাবে সাজানো বাগানের অধিকার নাট্যকারের সহানুভূতি স্পষ্টতই বাগ্মীর দিকে। প্রান্তিক মানুষের দিকে। দড়ি টানাটানির খেলায় তাই জয়ী হয় বাগ্মীরাম। বাগ্মীর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনা খাটিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নকড়ি। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ছকড়ি নকড়ি, প্রবলভাবে বেঁচে থেকেছে জীবনপিয়াসী বাগ্মী। আলোচ্য নাটকটি স্পষ্টতই ভূমিলগ্ন মানুষের সঙ্গে ভূমিগ্রাসী মানুষের দ্বন্দ্ব সমালোচকের কথায়-

'The Play becomes a glorified tug-of-war between a man rooted to his precious soil and aware of his individuality and a group of thrusting, rapacious individuals whose brittle lives make them crave for power and ultimately lead to their destruction'.

প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাট্যসাহিত্য ধারায় মনোজ মিত্র:

সাম্প্রতিক কালে মনোজ মিত্র একজন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। অভিনয় ও নাট্যরস সৃজনে তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদিত। বিদেশী নাটকের অনুবাদ নয়, মৌলিক নাটক রচনার তাঁর সবাধিক কৃতিত্ব। কেননা নাট্য রচনার প্রথম থেকেই তিনি বাংলার মাটির কাছাকাছি চলে গেছেন। সেজন্য তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত স্বভাবের বাইরে 'সাজানো বানান' এর কৃষক জীবনে এবং 'চাকভাঙ্গা মধু' -র লোকজীবনে চলাফেরা করেছে। বিশেষ করে তাঁর নাটকে সে কৌতুকরস তা যেমন সহজ সরল তেমনি অর্থপূর্ণ।

নাটক:

'মৃত্যুর চোখে জল' - (১৯৬০)

'নীলকন্ঠের বিষ' - (১৯৬৫)

'পাখীর চোখ' - (১৯৬৭)

'টাপুর টুপুর' - (১৯৬৯)

অবসন্ন প্রজাপতি - (১৯৬৭)

'চাকভাঙ্গা মধু' - (১৯৭১)

'পরবাস' - (১৯৭৫)

'সাজানো বাগান' - (১৯৭৭)

'মেঘ ও রাফস' - (১৯৮০)

'প্রভাত ফিরে এসে' - (১৯৮৭)

'চোখে আগুল দাদা'

'টু-ইন-ওয়ান'

'নীলকন্ঠের বিষ' একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পাদরী লংম্যান একজন মেয়েকে ভালোবাসার অপরাধে একটি গীর্জায় বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ পরিবেশে পরিত্যক্ত হন। তবুও মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা অটুট থাকল। ঘটনা চক্রে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতে গিয়ে নিজে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে। যনীশুর প্রতি আত্মসমর্পণ করে সেই নিঃসঙ্গ গীর্জার মধ্যে রয়ে গেলেন। পাদুরি লংম্যানের জীবনে এই সত্যের প্রকাশ দেখা যায়।

'অবসন্ন প্রজাপতি' - নাটকটি একটি কমেডি নাটক বিষয়বস্তু ঘটনা সংস্থাপন কৌশল এবং সংলাপ কমেডি নাটকের উপযোগী।

'চাকভাষা মধু' - নাটকে সুন্দর বন অঞ্চলের মহাজনের অত্যাচারে পীড়িত এক ওঝা পরিবারের কথা, আঞ্চলিক ভাষা, কথ্য শব্দের প্রয়োগ চরিত্রের সঙ্গে পরিবেশের সাদৃশ্য ঘটিয়েছেন। ওঝা পরিবারের মানুষগুলি সাপকে বশ করে। অরণ্য প্রকৃতির আদিম ভয় ও রহস্য জড়িত পরিবেশের মধ্যে বিচরন করে তাদের স্বভাবের মধ্যে আচরণীয় মানুষের উলঙ্গ উদ্ধৃত, জালবতা এবং তার সরল ও ভয়াল রূপ নিয়ে বিরাজ করেছে।

'সাজানো বাগান' - নাটকটি কৃষক জীবন কেন্দ্রিক একটি সাধের বাগানকে কেন্দ্র করে এক পক্ষের লোভ এবং অন্য পক্ষের স্বপ্ন-সম্ভাবনা কেমন আকার নিয়েছিল তা এই নাটকে বিকৃত হয়েছে। বাগ্‌চারামের হত দরিদ্র থাকা সত্ত্বেও সে বাগানটিকে হাতছাড়া করতে চায়নি। মাটির মায়ার কাছে জমিদার ও জমিদার পুত্রের প্রলোভন হার মানে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয় - বাগ্‌চা যতদিন বাঁচবে, মাসোহারা পারে কিন্তু মারা গেলে নব্য জমিদার তার বাগান দখল করে নেবে। এর ফলে মৃত প্রায় বাগ্‌চা আবার যেন প্রাণ ফিরে পায়।

'কোথায় পাবো' - একটি হাসির নাটক, নাটকে পরিস্থিতি গত হাস্য রস সৃষ্টি হয়েছে। গৃহ থেকে বিতাড়িত গজমাধবের নিরুপায় নিঃসঙ্গতা দর্শকদের মনকে বিমগ্ন করে তোলে, তবে শেষ মুহূর্তে বহু পুরাতন এক চিঠির কথাগুলি উচ্চারণের সময় সাইরেন ও এরোপ্লেনের শব্দের মধ্য দিয়ে অতীতের এক হারানো স্মৃতির বিষাদ করুন রোমন্থন সমাপ্তির পরিনতিকে বিষাদ মধুর করে তুলেছেন।

'নরক গুলজার' - নাটকের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের দৃশ্যের মাঝে মাঝে পৃথিবীর দৃশ্যের অবতারণা। মানিক ও ফুল্লরার দুঃখ দারিদ্র পীড়িত জীবন অবলম্বনে কিছু করুন রস বিস্তার এই নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

'পাখির চোখ' - একাঙ্গটি একটি করুন রসের নাটক কীভাবে নিশ্চিত জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তা নীতিশ ও শ্যামার যন্ত্রনা কাতর জীবনের চিত্রণে দেখানো হয়েছে।

টাপুর টুপুর' - একাঙ্কটি একটি করুন রসের নাটক। লঘুসুরে গভীর বার ও রূপের রূপায়ন। গ্রামের সরল মেয়ের স্বভাব কীভাবে অবস্থার পেশ্বিতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সেই দিকটি এই নাটকে দেখানো হয়েছে।

'প্রভাত ফিরে এসো' - নাটকে মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত রহস্যের উন্মোচন জাত নাটক।

'রাজদর্শন' - নাটকের পটভূমি নন্দ রাজার রাজত্ব কাল। তবে পটভূমি হিসাবে নাট্যকার বিশ শতাব্দীর শেষের কালকে গ্রহণ করেছেন। এই সময় শাসক শ্রেণী কীভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলিকে অবদমিত করে রাখতে চেয়েছিল তাকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে এই নাটকে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে লম্বোদর ও অভিরামের কথোপকথনে সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে-

"অভিরাম - হরি বোল, হরি বোল, নন্দরাজা পটল

তোল । লম্বোদর- এ্যাই, এ্যাই অলুক্ষুনে কথা মোটে

বলবি না। দেশের রাজা মল্লৈ তুই আমি সব অনাথ।"

এক: নাট্যরচনার প্রথম থেকেই তিনি বাংলার মাটির কাছাকাছি চলে গেছেন। সেজন্য তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত স্বভাবের বাইরে 'সাজানো বাগান'-এর কৃষক জীবনের কথা তুলে ধরেছেন।

দুই: নাটকের মধ্যে জটিল মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। 'নীলকন্ঠের বিশ্ব'- নাটকে লংম্যানের মধ্যদিয়ে বলতে চেয়েছেন, যারা মানুষকে ভালোবাসেন তারাই মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যান।

তিন: নাটকের মধ্যে বিগত যৌবনার ক্লান্ত স্বীকারোক্তির মধ্যে একটা কারুণ্যের ছঁয়াকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিচ্ছিন্ন চিত্ত এসে যেন মিলনের স্বপ্ন দেখেছে। এই ভাবে কমেডি নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

নাটকে কৌতুক রসের মাধ্যমে লোক জীবনের প্রামাণ্য দলিল গড়ে তুলেছেন।
'চাকভাঙ্গা মধু' নাটকটি যে সুন্দর বন এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন দর্পন।

পাঁচ: কোন কোন নাটকে হারানো স্মৃতির বিষাদ করুন রোমন্থন সমাপ্তির
পরিণতিকে বিষাদমধুর করে তুলেছেন।

ছয়: সামাজিক রাজনৈতিক অবক্ষয় কিভাবে রাজনৈতিক অবস্থাকে গ্রাস করে নেয়
সেদিকে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নাটকের মধ্যে, যার বাস্তব উদাহরণ 'রাজদর্শন'
নাটকে অভিরামের উক্তিতে

"কেন কাঁদছো বাপ, কেন কাঁদো?

দুখানা হাতে রয়েছে ! আবার ঘর গড়বে.

নিজের ঐশ্বর্য নিজে গড়বে। "

মনোজ মিত্র একাধিক নাট্য সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্র
ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। বিশেষ করে সাজানো বাগান' এর বাঞ্ছারাম
চরিত্রাভিনয়ে তাকে অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করে। নাট্য রচনা ও অভিনয়ের
জন্য তিনি নানা সম্মানে শেখিত হয়েছেন। তাঁর নাটকগুলি জীবনসত্যের রূপায়নে।
তথ্যের স্বচ্ছতায় ও নাটকীয়তায় আকর্ষণীয় হয়েছে।

উপসংহার

বাংলায় মৌলিক নাটকের অভাব আছে সকলেই বলেন। তবে বাংলার নাট্যজগতে মনোজ মিত্রের আগমনে সেই অভাব কেটে যায়। সার্থক শিল্পীকে সমাজচেতনা হতেই হয়। আবার কোনো কোনো শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রেণীসমূহের প্রতি সচেতন থেকে তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডিতে বেঁধে রাখতে চান না। তার মানে এই নয় যে তারা শ্রেণীসমঝোতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তারা মানুষ ও সমাজের ফাঁক-ফোকরগুলো আবিষ্কার করতে চান স্বকীয় উপলব্ধিতে, জীবনের রহস্যময় আলোছায়া বৈচিত্রে। 'সাজানো বাগানে বাজারামের যে অপার জীবনতৃষ্ণা - তার প্রকৃত প্রকাশ পাওয়া যায় নাটকে। আশি উত্তীর্ণ, আশক্ত বাজারাম কাপালি বাঁচতে চায় তার অতিপ্রিয় বাগানটির জন্য। কেননা বাগানের সাথে তার হৃদয়ের টান রয়েছে। তাই সব রকম প্রতিকূল অবস্থাতেও বাজারাম তার বাগানটিকে রক্ষা করতে চেয়েছে। তাই নাটকে বার বার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। বাজারামের সাথে মৃত নকড়ি দত্তের প্রেতাত্মার কখনো, ছকড়ি ও মোক্তারের সাথে কখনও আবার তার নাতি গুপির সাথে। এভাবেই নাটকে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।

নানা ধরনের নাটক লিখেছেন মনোজবাবু। উৎকল্লনার অতিচার থেকে অন্তরঙ্গ উপলব্ধি পর্যন্ত তার বিস্তার। 'টু-ইন-ওয়ান', 'চোখে আঙুল দাদা' থেকে 'সন্ধ্যাতারা', 'শিবের অসাধ্য' থেকে 'শোভাযাত্রা', 'অশ্বখামা' অবধি পরিক্রমার পথসমূহ নিতান্ত কম নয়, অপ্রশস্ত ও নয়। এই সমস্ত নাটকও রচনা করেন মনোজবাবু। মনোজ মিত্রের নাটকের বিষয়গত বিন্যাস মূলত পটভূমিকে কেন্দ্র করে এবং 'সাজানো বাগান' নাটকটি তাঁর অনেক নাটকের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সাজানো বাগানের দ্বিতীয় শিক্ষা সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের পারিবারিক দুর্দশা। মৃত ছকড়ি সাজানো বাগানের অধিকার না পেতেই ভূত হয়ে নকড়িকে তার স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করে। 'সাজানো বাগান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাজারাম আসলে মনোজবাবু সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা তার অভিনীত বহু চরিত্রের মধ্যে বাজারামের চরিত্রাভিনয় সর্বোত্তম। শেক্সপীয়রের কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্ব নাট্য জগতের মহোত্তম হওয়ার মূল চাবিকাঠি হল তার সৃষ্ট চরিত্র। তাই বলা চলে মনোজবাবুর 'চাকভাঙা মধু' র মতো 'সাজানো বাগান' ও কালজয়ী নাট্যধারাতে স্থান করে নিয়েছে।

ग्रन्थपञ्जी

१। साजानो बागान मनोज मित्र (प्रथम प्रकाश एप्रिल मे १९९४) प्रकाशक - कलाभूँ संस्करण

२। नाट्यतत्त्व विचार -डः दुर्गाशङ्कर मुखोपाध्याय (प्रथम प्रकाश - २००७) प्रकाशक - करुणा प्रकाशनी

७। नाटक समग्र - मनोज मित्र (प्रथम प्रकाश डिसेम्बर १९९४) प्रकाशक - मित्र ओ घोष पাবलिशर्स

४। नाट्यकार मनोज मित्र (पाँच दशक १९५९ - २००९) जयलु कुमार सिनहा महापात्र (प्रथम प्रकाश जानुवारी २०१४) प्रकाशक - जयजि९ मुखोपाध्याय सोपान।

मनोज मित्र
२४.०२.२७

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

খড়গপুর কলেজ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
অনুযায়ী তৃতীয় পাঠ পর্যায়ের অন্তর্গত গবেষণামূলক নিবন্ধ ২০২৩

গবেষণার বিষয় - “তুলসী লাহিড়ী নির্বাচিত নাটক : বস্তু কেন্দ্রিক জীবন”

তত্ত্ববধায়ক - অধ্যাপিকা ডঃ লিলি হালদার

গবেষক - রাহুল দে

পাঠমালা - বি এন জি (৩০৫)

রেজিস্ট্রেশন নং - ১১৪০০৬২ অফ - ২০১৮-২০১৯

রোল - PG/VUWGS24/BNG/IIS নং - ৫৩

বাংলা বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ - ২০২৩

E-mail: kgp_college@yahoo.co.in

E-mail: kgp_college@rediffmail.com

03222-225920, 257320

Fax: 03222-227926



KHARAGPUR COLLEGE

Dept. of Bengali, UG & PG Studies

Inda, Kharagpur, Paschim Medinipur, PIN- 721305.

Certificate

Date:

This is to certify that the work described in the Dissertation/Project
‘মুন্সী লম্বা’-কবিতার আলোচনা: রাষ্ট্র-ব্যঙ্গের জীবন’
has been done by Sri/Smt... *Rakul Dey* ... UG/ PG *3rd* Semester,
College Roll No. *53* ... under my direct supervision in the Department of Bengali,
Kharagpur College, Paschim Medinipur.
Sri/Smt... *Rakul Dey* ... has duly acknowledge the
help and assistance received by him/her in the course of work and has partially fulfilled
requirement for the Degree of Bachelor of Arts / Master of Arts in Bengali.

I wish him success in all walks of life.

Lily Halder SACT-I
Assistant Professor / Associate Professor
Dept. Of Bengali, Kharagpur College

21/02/23

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের চতুর্থ পর্যায়ের বিশেষ পত্র নাটকের আমার গবেষণা নিবন্ধের বিষয়টি “তুলসী লাহিড়ী নির্বাচিত নাটক : বস্তু কেন্দ্রিক জীবন”। এই বিষয়টি গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য সমালোচকদের মতামত পাঠ করেছি এবং নিজস্ব পাঠ অভিজ্ঞতা ও পরিবেশনায় নিজস্ব যে মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে সেটাই হল আমার গবেষণার মূল কেন্দ্র বিন্দু। আমাদের মহাবিদ্যালয়ে মাননীয় অধ্যাপিকা ডঃ লিলি হালদার তত্ত্বাবধানে আমি এয় কাজটি সম্পন্ন করেছি। তিনি আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর সুনিশ্চিত মতামত ও আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন এই নিবন্ধটি প্রস্তুত করা সম্ভব হত না। এছাড়াও বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকেরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ মিন্টু নস্কর, সুজিত মন্ডল। তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সীমিত পরিসরে অল্পসময়ের মধ্যে যে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত করেছি তা গুণীজনের কাছে গৃহীত হলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভব করব।

খড়গপুর কলেজ

বিনীত

তাং-

স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-২
প্রথম পরিচ্ছেদ:	
বস্তু-জীবন উদ্ভবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ	৩-৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	
বস্তু জীবন, মধ্যবিত্ত জীবন ও বিত্তশালী জীবন	৭-১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	
প্রাক-গণনাট্য পর্বের বস্তু জীবন নির্ভর নাটকের উৎস সন্ধান	১১-১৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	
তুলসী লাহিড়ী ও তার বস্তুতান্ত্রিক নাটক	১৫-১৮
উপসংহার	১৯
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২০

ভূমিকা

সাহিত্য কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। দেশকালের স্থান-কাল পরিবেশ থেকে শিল্পীরা তার প্রাণের রস সংগ্রহ করেন। জীবনে যা স্বাভাবিক সচরাচর যা দেখা যায় মনে হয় অতি সহজ ও সামান্য। তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে নাটকীয় উপাদান ও সৌন্দর্যের সন্ধান। লেখক শিল্পীরা এই পৃথিবীতেই বাস করেন। প্রতিটি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেন। ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারাটাই হল আসল কথা। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন যে অবশ্যস্বাভাবিক-সেটা দর্শকের সামনে তুলে ধরাটাই হল নাটকের যথার্থতা। তাই শিল্পের-সত্য সমকালের জীবন সত্যের আশ্রয়। বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় – বাস্তবতা সাহিত্য রসকে ক্ষুণ্ণ তো করেইনি – বরং তা উজ্জ্বল করে জীবন্ত করে তোলে। বাস্তববাদী সাহিত্যের বাস্তব জগতের কদর্যতা, নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও নৈরাশ্য আইনের বৈষম্য কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। নাটকীয় সংঘাত বাঁধে শ্রমিক-মালিক বিরোধকে কেন্দ্র করেই কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি কোন থেকে নাট্যকার উভয় শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। শ্রেণী আনুগত্যের পরিবর্তে মানবতার আনুগত্যই সৎ সাহিত্যিকের কর্তব্য। বাস্তবধর্মী নাটকে নাট্যকার নিজেকে প্রচ্ছন্ন না রেখে কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন এবং নিজের মত বিশ্লেষণ করেন। ক্রমশ নাটকের বিষয়বস্তু রূপ আঙ্গিক সমস্তই পরবর্তিত হয় এবং সাধারণ মানুষ নাটকের মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠে। দারিদ্র লাঞ্ছিত বস্তি জীবনও গুরুত্ব পায়।

বাংলায় বাস্তববাদী নাটকের সূচনা উনবিংশ শতকে হলেও বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর প্রবল হতে শুরু করে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে ছিন্নমূল উদবাস্তুরা কাতারে কাতারে পশ্চিম বাংলায় আসতে থাকে। অনিবার্যভাবেই স্বচ্ছলরা অভিজাত এলাকায় আর দুর্বলরা বস্তি এলাকায় মাথা গুঁজে। ক্রমশ অর্থনৈতিক পরবর্তনের ফলে বস্তি জীবনে ঘর বেঁধেছে নানা শ্রেণীর মানুষ। প্রধানত দরিদ্র ভিক্ষুক থেকে মধ্যবিত্তরাই সমাজের নিচু তলায়, বস্তির বাসিন্দা। বস্তি সমস্যা ক্রমশ প্রকটিত সামাজিক সমস্যাই পরিণত হয়।

তাই নাট্যচর্চায় বস্তির উপস্থিতি উল্লেখ্য। লেখক বা নাট্যকারেরা শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক বস্তিতেই আলোকপাত করেন নি। সমাজে যারা শোষিত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নাট্যকারদের সহমর্মিতা সর্বদা সেই নিম্ন শ্রেণীর কুলি মজুর ও খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি অব্যাহত। কাজেই বস্তি নির্ভর নাটক শুধু নাট্য সাহিত্যের স্থান লাভের অধিকারী নয় এর অধিকার অনিবার্য সত্য এবং নিশ্চিতভাবে কাম্য।

নাটক যেহেতু দর্শকের সম্মুখে অভিনীত হয় এবং নাটকের সার্থকতা মঞ্চ সাফল্যের উপরই নির্ভর করে সেহেতু নাটককে অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। তাই বাস্তবজীবন থেকে নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করতে হয়। বাস্তবপযোগী করে চরিত্রের উপস্থাপন ঘটাতে হয়। সেক্ষেত্রে বাস্তবের হুবহু অনুকরণ না করে চরিত্রের রসরূপ এর উপস্থাপন ঘটাতে হয়। সেক্ষেত্রে বস্তিজীবন থেকে নাটকের কাহিনী গ্রহণে কোনো বাধা নেই। বস্তিজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, কষ্টস্বতা সবই মানবজীবনের একাংশ। তাই এই বাংলা নাট্য সাহিত্যে বস্তি অশ্রয়ী নাটক শুধু স্থান পাওয়ারই যোগ্যতা রাখে না, একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট নাট্য ধারা রূপে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বস্তি-জীবন উদ্ভবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ

সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের বস্তি অঞ্চল একটি অবশ্যম্ভাবী সামাজিক স্তর, এই দুই সামাজিক ব্যবস্থায় শোষক-শোষিত শ্রেণী ব্যবহারিক সুখ স্বচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত বস্তি জীবনের অধিবাসী হতে বাধ্য হয়। বস্তির এই চেহারা কেবল ভারতীয় সাহিত্যেই নয় বিশ্ব সাহিত্যেও বর্তমান। সর্বদেশে সর্বকালে বস্তিজীবন গড়ে ওঠার পশ্চাতে আর্থ রাজনৈতিক কারণই প্রধান, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী বৈষম্য থাকতে বাধ্য। অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য উচ্চতর সমাজ থেকে নিম্নবিত্ত মানুষের নিজেদের সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। গ্রামের প্রান্তে শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পথের ধারে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাই হল বস্তিবাসীর আশ্রয়।

আদিম যুগ থেকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বস্তি জীবন হল স্থান-কাল রহিত। যুগে যুগে সমাজের নানা পরিবর্তন হলেও শোষিত নির্যাতিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন যন্ত্রণা যুগে যুগে সাহিত্যিকদের ব্যথিত করেছে। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য কায়েম করাই ছিল সমাজপতিদের প্রধান লক্ষ্য। আর্য সমাজের বর্ণভেদ বিভাজন মেলে পুরুষ সূক্তে

“ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ থেকে রাজন্য বাহু থেকে বৈশ্যর উরু থেকে

এবং শূদ্র পা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।”

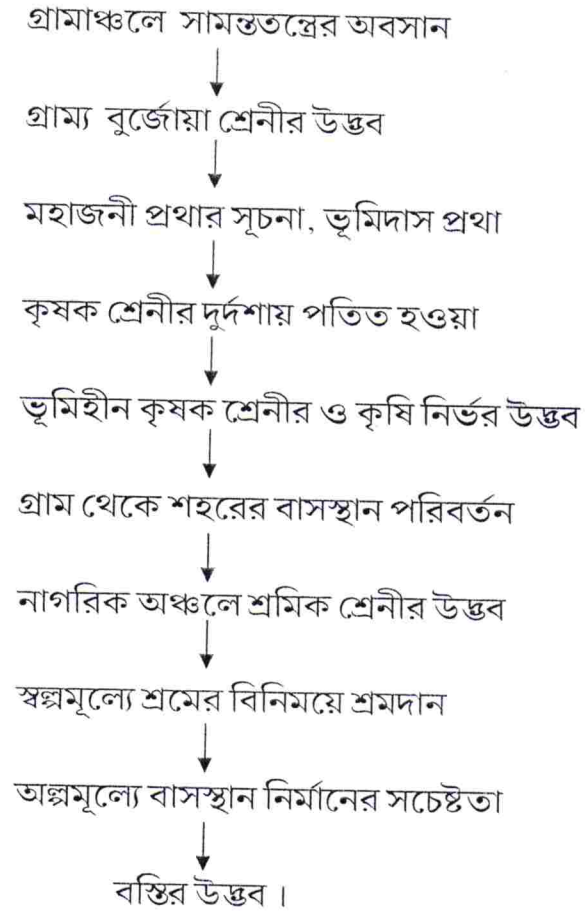
এই বর্ণভিত্তিক সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-এই উচ্চ তিনবর্ণের সেবা করাই শূদ্রদের তৎকালীন বস্তিবাসীর একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। সমাজে এরা অন্তর্জ বর্ণের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্তর্জ মানুষদের বাস ছিল উচ্চতর জনজীবন থেকে দূরে গ্রামের প্রান্তে। নানান ঐতিহাসিক সাহিত্যে এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলম-এ এক ধীবর মাছের পেট থেকে পাওয়া দুগ্ধন্তের আংটিটি নিয়ে এসেছে – মাছের পেটে যে সে আংটিটি পেয়েছে একথা কেউ স্বীকার করতে চায় না- তার কথা বিশ্বাস না করে, তাকে চোর বলে প্রমানিত করে ফাঁসি দেওয়ার ভয় দেখায় – আবার রাজা দুগ্ধন্ত তাকে পুরস্কৃত করলে তার অর্ধেক ধন ছিনিয়ে নেয়। বানভট্টের কাদম্বরীতে অন্ত্যজ শবর সেনাপতি বর্ষিয়ান চন্ডাল ও চন্ডাল কন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে কবির অন্ত্যজ শ্রেনীর প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। হর্ষরচিত এও শ্রেনীবিভক্ত সমাজের স্পষ্ট চিত্র পায়। ঐশ্বর্য ও দারিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান ঘটেছে এখানে। মৃচ্ছকটিক এও অবৈধ সমাজের চিত্র পায়। নবম দশকে ক্ষেমেন্দ্র দশবতারচরিতে যে সমাজ চিত্র পায় তাতে সমাজ পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে বৈশ্যরা দরিদ্র মানুষের উপর উৎপীড়ন চালাত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতেও বর্ণবিভক্ত শ্রেনী বিভক্ত সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদে। পিতৃপ্রধান আর্যসমাজে বর্ণাশ্রম প্রথাই সমাজের ভিত্তি ছিল। মদুত্তিকর্ণামৃত-এ সমাজের গরীব মানুষের দারিদ্রতা নিষ্কারুণ বর্ণনা পাওয়া যায়। তুর্কী বিজয়ান্তর কালে সমাজে নিম্নজাতি বলে পরিচিত মানুষদের উপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। মোঘল যুগের সমাজ সমাজতান্ত্রিক। সমাজের তিনটি শ্রেনীর অস্তিত্ব বর্তমান – অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেনী। বিদেশী পর্যটক পেলসার্ট এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সাধারণ শ্রেনীর অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। তারা মাটির ঘরে বাস করত এবং তাদের উপর নানা জুলুম চলত। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার চরমে ওঠে। কৃষকদের উপর চলত নির্মম অত্যাচার। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। মধ্যযুগে বন কেটে নতুন নতুন নগরের পত্তন ঘটে। সেই সব নগরের সর্বশ্রেনীর জাতি বর্ণভিত্তির লোক আশ্রয় নেয় এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ নগর গড়ে ওঠে। প্রাক ইংরেজ আমলে মুসলিম শাসনকালে গ্রামীণ ভারতের আর্থো সামাজিক কাঠামোর তেমন কোনো মৌলিক রূপান্তর না ঘটলেও কিছু পরিবর্তন ও আলোড়ন লক্ষিত হয়। দেশের জনগণের যে দুর্বিসহ অবস্থা মুসলিম রাজত্বে ঘটেছিল – সেই মৃত্যুকালীন

অবস্থায় চরম আঘাত হানল ব্রিটিশ আগমন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন নিষ্ঠুর ভাবে চেপে বসল প্রথম বাংলায় ক্রমশ সারা ভারতবর্ষে। ১৭৭০-এ বাংলায় ৭৬এর মন্বন্তর দেখা দিলে। সরকারী সাহায্য তো ছিলই না বরং ভূমি রাজস্ব ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাই।

কর্ণ ওয়ালিস প্রবর্তন করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩-এর ফলে কৃষকদের এক বৃহৎ অংশ জমির স্বত্বাধিকার হারিয়ে খাজনা দাতা প্রজায় পরিণত হয়। জমিদারি তালুক গুলি শাসন ও শোষণের কেন্দ্রে পরিণত হল। মহেশ গল্লে -এর চিত্র স্পষ্ট। গোফুর তর্করঙ্গকে বলেছে – “বিঘে চারেক জমি চাষ করি কিন্তু উপরি উপরি দু-সন অজন্মা মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে গেল বাপ বেটিতে দুবেলা খেতে পর্যন্ত পাই না।” ধানের জমিতে কৃষকদের আফিস ও নীলচাষ করতে বাধ্য করে লোভী নীলকর সাহেবরা এবং নির্দিষ্ট মূল্যে তা এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হত ফলে ছোট কৃষকরা ক্রমশ হীন অবস্থায় পতিত হল। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক ব্যবস্থায় তীব্রতম শোষণের স্বীকার হয় বাংলার কৃষক সমাজ। ক্রমশ রেলপথ নির্মাণ ও পাট শিল্পের সাথে এদেশের শিল্পায়নের সাথে নগরায়ণের বিস্তার ঘটে। নগর প্রান্তে বৃহদাংশ জুড়ে ছিল কুঁড়ে ঘর আর এই কুঁড়ে ঘর গুলি বস্তিতে পরিণত হয়। একই বস্তিতে যেমন বিহারীর পাশে ঠাঁই পাই ওড়িয়া তেমনি ঘরামি নাপিত ঝাড়ুদার ইত্যাদি নানান বিত্তের বাঙালী বাসা বেঁধেছিল। ঊনবিংশ শতকে প্রত্যক্ষ হল বস্তির স্পষ্ট রূপ - শহরের ধনী অঞ্চলগুলি সাজতে লাগল কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বস্তিগুলি সমাজ দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করল। বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। সৃষ্ট হল পঞ্চাশের মহামন্বন্তর (১৯৪৩)। অভাবের তাড়নায় গ্রামের বহু মানুষ শহরে পাড়ি দেয় ঠাঁই নেয় বস্তিতে। দুয়ারে দুয়ারে আর্তনাদ ওঠে ফ্যান দাও। কলকাতা এক অর্ধমৃত নগরীতে পরিণত হল। স্বল্পমূল্যে ক্ষুদ্রস্থানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহু মানুষ একত্রে বাস করতে বাধ্য হয়। দেশ বিভাগের পর এই বস্তির চেহারা হল আরও ভয়ঙ্কর। পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্ভাস্তর ভিড়ে বস্তি হয়ে উঠল সমাজের এক বৃহৎ অংশ।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বস্তুগড়ে ওঠার ক্রমিক ধারা —



উপসংহার

বস্তিনির্ভর নাটক আলোচনার জন্য বস্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আর সেই আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, বস্তির স্বতন্ত্র জগৎ থেকে উপলব্ধ বস্তির বিভিন্ন জীবন সমস্যাকে ঘিরে অপূর্ব নাট্যরসে অবক্ষয়িত সমাজে মানুষের মূল্যবোধের মূল্যায়ণে যে সাহিত্য শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে তাদের বস্তি নির্ভর নাটক বলা হয়। যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা সমাজ জীবনের তৎকালীন সত্যচিত্র অঙ্কন করেছেন তাদের উপলব্ধি দিয়ে তাদের শিল্প কর্মে। উনবিংশ শতকে বস্তিসমস্যা শুরু হয় এবং দেশ বিভাগের পর বিংশ শতকে বাংলায় বস্তি সমস্যা চরম রূপ ধারণ করে। তাই তৎকালীন নানান নাট্যকার ও সাহিত্যিকের শিল্প কর্মে উঠে আসা বস্তিজীবনের যে জীবনচিত্র পাই তা দর্শকের হৃদয়ে স্পর্শ করে যায়। নাটকের মঞ্চসফল্য জীবনসমস্যার সত্যতা ও সামাজিক রসবোধ দর্শককে আকৃষ্ট করে। তুলসী লাহিড়ীর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটকে নাট্যকার শ্রমনির্ভর বস্তিতে আশ্রয়ী নিম্নবৃত্তের সংসারে আর্থিক অনটন জীবন সংগ্রাম আর সবশেষে চরম ট্র্যাজেডি পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। সংসারের ধাত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া মারা যায়, তার কন্যা সংসারকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেও অসমর্থ হয়, স্বামী ইন্দ্রনাথ সংসারের নিষ্করণ অবস্থায় আত্মহারা হয়ে পড়ে। ছোটকা-বিশু গুন্ডাদলে যোগ দেয়। হরিসাধনের হার্দিক প্রচেষ্টায় ও তার আধুনিকোচিত জ্ঞানালোকে বস্তিবাসী বাঁচার আশা খুঁজে পায়। তারা মানবিকতার পথে ফিরে আসতে চায়। ইন্দ্রনাথ বিশুকে পুলিশে হাতে ধারিয়ে দেয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে ছোটকা প্রাণ হারায়। সবমিলিয়ে বস্তিজীবনে নানান সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি মানবিকতার অবক্ষয় ও সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে সমস্যার পথে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপিত করে ছেন এই চার অঙ্কের নাটকটিতে। এটি তুলসী লাহিড়ীর এক অনন্য সৃষ্টি যার মধ্যে রয়েছে বস্তি জীবন সমস্যার সম্পূর্ণ চিত্র। এছাড়া এই সময়কার অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – বিজন ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দিগিন্দ্রচন্দ্রের জীবন দৃষ্টির অভিনবত্বে এবং বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে বস্তি জীবন সমস্যা মূলক দুটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক হল পূর্ণগ্রাস ও পাকা দেখা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- ১। সিংহ , অসিত, 'বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন', প্রকাশনীর নাম, প্রকাশ স্থান, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩
- ২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশনী নাম , প্রকাশ স্থান, ৩য় সংস্করণ ১৯৬৮
- ৩। ঘোষ, অজিত কুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫
- ৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬
- ৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা মধ্য সাহিত্যের ইতিহাস,' এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫,
- ৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭১,
- ৭। 'লক্ষী প্রিয়ার সংসার', ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৬, প্রকাশক - এস দত্ত, প্রকাশ স্থান - ৫০ - সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট।

স্বাক্ষরিত
২৬.০২.২৩

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

খড়গপুর কলেজ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
অনুযায়ী তৃতীয় পাঠ পর্যায়ে অন্তর্গত গবেষনামূলক নিবন্ধ ২০২৩

গবেষনার বিষয়- “গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক”

তত্ত্বাবধায়ক - অধ্যাপিকা ডঃ লিলি হালদার

গবেষক - রুম্পা ভুঁইয়া

পাঠমালা - বি এন জি (৩০৫)

রেজিস্ট্রেশন নং - ১১২০০৭৭ অফ - ২০১৮-২০১৯

রোল - PG/VUWGS24/BNG/IIIS নং - ৫১

বাংলা বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ - ২০২৩



E-mail: kgp_college@yahoo.co.in

E-mail: kgp_college@rediffmail.com

03222-225920, 257320

Fax: 03222-227926



KHARAGPUR COLLEGE

Dept. of Bengali, UG & PG Studies

Inda, Kharagpur, Paschim Medinipur, PIN- 721305.

Certificate

Date: 21.2.2023

This is to certify that the work described in the Dissertation/Project
"পরিষ্কার হতে 'স্বদেশের সাহিত্যিক লোক'"
has been done by Sri/Smt. স্বপ্না হুইয়া UG/ PG 3rd Semester,
College Roll No. 51 under my direct supervision in the Department of Bengali,
Kharagpur College, Paschim Medinipur.
Sri/Smt. স্বপ্না হুইয়া has duly acknowledge the
help and assistance received by him/her in the course of work and has partially fulfilled
requirement for the Degree of Bachelor of Arts / Master of Arts in Bengali.

I wish him success in all walks of life.

Hily Halder SACT-I
Assistant Professor / Associate Professor
Dept. Of Bengali, Kharagpur College

21/02/23

সূচিপত্র

- ১) ভূমিকা
- ২) প্রথম অধ্যায় - বাংলা নাট্য সাহিত্যে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অবদান।
- ৩) দ্বিতীয় অধ্যায় - গিরিশ চন্দ্র ঘোষের নাটকের সাধারণ আলোচনা।
- ৪) তৃতীয় অধ্যায় - গিরিশ চন্দ্র ঘোষের গার্হস্থ্য সামাজিক নাটকের পরিচিতি।
- ৫) চতুর্থ অধ্যায় - সামাজিক নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ।
- ৬) গ্রন্থপঞ্জী
- ৭) উপসংহার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পাঠ পর্যায়ে বাংলা বিভাগে গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রচনা একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। আমি আমার বিশেষ পত্র গবেষণাধর্মী নিবন্ধের বিষয় হিসেবে "গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক" নির্বাচন করেছি। আমি আমার এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধ টি রচনা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটকের গ্রন্থ গুলি পাঠ করেছি এবং আমার নিজস্ব ভাবনা কে কাজে লাগিয়েছি। এছাড়া আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. লিলি হালদার এর তত্ত্বাবধানে আমি এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তিনি আমাকে তার মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা ড. লিলি হালদার মহাশয়া আমার সশ্রদ্ধা প্রণাম জানাই আমার গবেষণার কাজে আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

খড়গপুর কলেজ

তারিখ:- ২১.০২.২০২৩

বিনীত

রুম্পা ভূঁইয়া

স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

ভূমিকা:- একাধারে প্রখ্যাত নট - নাট্যকার নাট্য পরিচালক ছিলেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় ৫০। পাশাপাশি রয়েছে বেশকিছু প্রহসন, রূপক নাটক, গীতিনাট্য - এই সব মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তবে কালের বিচারে গিরিশচন্দ্রের বহু নাটক উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে তিনি যে বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রত্যেক পুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম জীবনে তিনি শ্যামবাজার নাট্য সমাজের সঙ্গে। পরবর্তী কালে তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারে নাট্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং স্টার থিয়েটার ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। দর্শকদের চাহিদা পূরণ করার জন্য তিনি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস এবং মধুসূদনের কাব্য থেকে নাট্যরূপ দিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজেই সামাজিক, পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন।

সমসাময়িক বাংলার সমাজ সমস্যাকে গিরিশচন্দ্র তার সামাজিক নাটকের বিষয় করেছেন। সমাজ মানুষের আশা - আকাঙ্ক্ষা, সুখ - দুঃখ, সমাজ ও ব্যক্তির জীবন সমস্যার পারিবারিক জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক নাটক গুলি লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'। এই নাটকে সম্পত্তির লালসাকে কেন্দ্র করে মেজ ভাই রমেশ কীভাবে বড় ভাই যোগেশ ও ছোট ভাই সুরেশ কে প্রবঞ্চনা করে তার নির্মল চিত্র তুলে ধরেছেন। তেমনি আবার সেই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কমেডি রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের সময়ে কোলকাতা শহরের বাবুরা ব্যাভিচারের মতো হয়েছিল। রঙ্গ কৌতুক মূলক ব্যঙ্গাত্মক রচনা সামাজিক দিক থেকে সমাজের সামনে তুলে ধরা ও হাস্যরস সৃষ্টি করা।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান:-

বাংলা নাটকের বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে তার অঙ্গ সে যিনি নতুন যৌবনের জোয়ার আবাহন ঘটিয়েছেন। তিনি হলেন নাট্য কার নাট্যকার অভিনেতা, নাট্য গুরু, নাট্য পরিচালক, রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিনয় শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র সর্বপ্রথম বৈষম্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে অগ্রানি ভূমিকা নিলে একটা অথচ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, যেখানে আপামর সাধারণ নারী পুরুষ অভিনয় করা এবং অভিনয় দেখার সুযোগ পাবে। তাঁরই পৌরহিতে ১৮৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার তাগিদে অনুভব করে তিনি শুরু করেন নাটক রচনা। শুরু করেন অভিনেতা দের অভিনয় শিক্ষা দান, অশিক্ষিত পণ্যরমণী কে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে অসামান্য অভিনেত্রী রূপে জন সমক্ষে এনে হাজির করলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাট্য জগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলেও বেশীদিন তিনি এখানে স্থায়ী হতে পারেনি। যাই হোক, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর কয়েকটি অসুবিধার সহজ সমাধান হয়ে গেল। অভিনেতারা শুরু করলো টিকিট বিক্রি। তার দ্বারা সকল দর্শকরাও আকর্ষণ হতে থাকলো। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অপ্রতিবোধ্য গতিতে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন নতুন নতুন নাটক এর ফলে বাংলা নাট্য জগতে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন ধ্রুবতারা রূপে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের সাধারণ আলোচনা:-

গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্ণঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ টি। এছাড়া ও প্রহসন, রূপক, গীতিনাট্য ও রচনা করেন। রচনার বৈচিত্র্য প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্শকের চাহিদা মেটানোর দিকে নাটকই সমৃদ্ধশালী। তাই এই প্রখ্যাত নাট্যকার স্বরনীয় হয়ে আছেন। নিম্নলিখিত লেখনির জন্য, তাহল --

গীতিনাট্য:- গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য নিয়েই নাট্যমঞ্চ অবতীর্ণ হন। এই নাটক গুলি হল

"আগমনি" (১৮৭৭), "অকালবোধন" (১৮৭৭), "দোললীলা", "মোহিনী প্রতিভা", ইত্যাদি। এগুলি দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হলেও সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেনি।

পৌরাণিক নাটক:- পৌরাণিক নাটক গুলিতে তিনি খ্যাতিলাভ এই নাটক গুলি হল রামায়ণ, মহাভারত

এর কাহিনী অবলম্বনে লেখা "রাবন বধ" (১৮৮১), "সীতার বনবাস" (১৮৮২), "লক্ষ্মণ বর্জন

" (১৮৮২), "সীতার বিবাহ" (১৮৮২), "সীতা হরন" (১৮৮২), প্রভৃতি এগুলি রামায়ণ প্রভাবিত

নাটক। "অভিমন্যু বধ" (১৮৮১), "পান্ডবের অজ্ঞাত বাস" (১৮৮২), "জনা" (১৮৯৪), "পান্ডব গৌরব

" (১৯০০), এগুলি হল মহাভারত প্রভাবিত নাটক। এই নাটক নাটক গুলির বিষয় উৎস বাঙালির

চিরকালের সমাদৃত কৃতিবাস, কালিদাস রামায়ণ প্রভাবিত নাটক গুলোতে গিরিশচন্দ্র হাস্যরসাত্মক চরিত্র

তৈরি করেছেন। ভক্ত বাৎসল্য, ক্ষমাপরায়ণ ও করুণার অবতারণা। কৃতিবাসের সীতার ন্যায় নবনীত

কোমল, লাবণ্য ও কারুণ্যের বাঙালি লালনা। মহাভারত প্রভাবিত নাটক গুলিতে বীররস ও করুণ রসের

মিশ্রণে অসামান্য হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আধ্যাত্মিক সঙ্গ লাভের পর এই ভক্তিরসের নাট্যকার

নিজের ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত করেছেন। এই যুগে নাটকে কোন মহাপুরুষের লীলা উপলক্ষ করে ধর্মতত্ত্ব প্রচার

করারই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর নাটক গুলি হল "নিমাই সন্ন্যাস" (১৮৮২), "চৈতন্য লীলা

" (১৮৮৬), "বুদ্ধদেব চরিত" (১৮৮৭), "বিশ্বমঙ্গল", "ভক্তভৈরব" এবং "রূপসনাতন" (১৮৮৮), এই

নাটক গুলি ধর্মীয় জীবনের প্রভাবিত নাটক। জনা নাটকটিতে ট্রাজেডির সুর বিশেষ ভাবে পাওয়া

যায়। প্রাস্তাত্য আদর্শে একে সার্থক ট্রাজেডি না বলা গেলেও বিষাদাত্মক যে পরিনতি সমগ্র নাটকটির ওপর

বিশ্লিষ্টতা বিস্তার করেছে। শেষে ক্রোড অঙ্ক যুক্ত করে তাতে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবসম্মিলন ও মিলন বা

ভক্তি- সরস প্রশান্তি গড়ে তোলা হয়েছে। জনার আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ম্যাকবেথ অনুবাদ করে তিনি নাট্য মঞ্চস্থ করে ছিলেন অর্থাৎ তিনি ট্রাজেডি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আমরা জনা নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখতে পাই। ----

"স্থির হও আমি বুঝাইব ভূপে

হয় হোক যা আছে জাহবির মনে,

রন সাধ যদি তোর রন পন মম"।

(প্রথম অঙ্ক/চতুর্থ গভাক জনা/গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

তবে এতে পৌরাণিক সুর পরিলক্ষিত, যা থেকে বোঝা যায় তিনি স্বাদেশিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। যে সব পৌরাণিক সুর লক্ষ্য করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হল--

(অ) এই নাটকটি ভারতের পুরান কাহিনী অবলম্বনে।

(আ) পৌরাণিক নাটকের মূলরস বা অঙ্গীরস হবে ভক্তিরস।

(ই) পৌরাণিক নাটকের দেব চরিত্র অপরিহার্য কিন্তু দেবত্বের অহংকারে লৌকিক জগৎ থেকে বহুদূরে তাঁর অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঈ) এতে নীতিবাদ বা কর্মফল বাদ বিশিষ্ট ভূমিকা পায়।

(উ) লৌকিক মানব মানবীর প্রেম বিশেষ গুরুত্ব পায় না, এখানে যে প্রেমের কথা প্রাধান্য পায় তা হল ইশ্বর প্রেম।

(ঊ) এখানে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় দেখানোই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।

(ঋ) পৌরাণিক নাটকের পরিনতি কোন বিয়োগান্তক পরিনতি ট্রাজেডি হয় না

উপসংহার:- গিরিশচন্দ্রের রচিত আন্যান্য পৌরানিক নাটকে শেক্সপিয়ারের রীতি স্মরণ করে ট্রাজেডি রচনা করেছেন। যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নিয়তি বাদ, কর্মবাদ কর্মফলবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী তবে অন্যতম সামাজিক নাটক রচনায়। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে গৈরিশচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাবের দিক দিয়ে শুধুমাত্র নয়। প্রকাশ ভঙ্গির দিকে ও বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলেন। তার পরিচয় পাই 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে নিয়তি কর্মফলবাদ প্রকাশ করে ট্রাজেডির স্থান ও কম নয় এই পৌরানিক সামাজিক নাটক।

প্রফুল্ল নাটকটি বাঙালি একাল্লবর্তী পরিবারের ভেঙে যাওয়ার কাহিনী, অন্তর্নিহিত কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এক শ্রেনির বাঙালি মানসিকতা কীভাবে সহায়তা করেছিল তাকে টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। এই নাটকের পটভূমি কলকাতার যে নগর গড়ে উঠেছে, মূল্যবোধের দ্বারা নতুন জীবন বোধ কে প্রভাবিত করেছিল। শিল্প উৎপাদনের নামে নগর জীবন গড়ে উঠলো, তখন ব্যক্তির মুখ সাক্ষর্য এতো বেশি গুরুত্ব পেলে যে, যৌথ-ধ্যানধারা বিলুপ্ত দেখা দিল নবজাত বোধের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড আঘাত এসে পড়লো পুরানো বিশ্বাসের ওপর, এখানে গিরিশের লেখনির মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসিত পেয়েছে, যা বাংলা নাট্য সাহিত্যের অন্যতম স্থান। অবশ্য আমরা এই কথা অস্বীকার করতে পারি না যে শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির অবিকল রূপ আমাদের সাহিত্য গ্রহণ করেনি। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক রূপ জীবন রূপ নীতি ও ধর্মের মূল্যবোধ প্রভৃতি শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডিকে নাট্য কারেরা একটু রূপান্তরিত করে একটু কোমল করে বাঙালি জীবন পরিবেশ ও চিত্র প্রবণতার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য করে নিয়েছে, শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডিকে মৃত্যু একটি অনিবার্য অঙ্গ। শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে ট্রাজিড চরিত্র যে বলিষ্ঠতা ও সংগ্রাম শীলতা দেখা যায়, তা বাংলার ট্রাজেডিতে কমই ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড: অজিত কুমার ঘোষ

(প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৫)

(২) নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার - ড: সাধন কুমার ভট্টাচার্য

(প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)

(৩) প্রফুল্ল - গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৯)

(৪) বলিদান - গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৯০৫)

কুমার কুমার
২৮.০২.২৩